শ্রীকৃষ্ণ লীলা পদামৃত

cKvkKt

বিপুল দাস (প্রজিত)

Dc-mnKvix Kwl Awdmvi
Dc¥Rjv Kwl Awdm
eo¥jLv, ¤g¨j fxevRvi |
¥gvevBj t 01819973216

শ্রীকৃষ্ণ লীলা পদামৃত

উৎসর্গঃ gv I evevÑK

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইন্সটিটিউশন অব বাংলাদেশ
উপজেলা কৃষি অফিস, বড়লেখা শাখা।

ডিজিটাল সাপোর্টঃ (১) বৈষ্ণব পদাবলী (২) শ্রী শ্রী পদ রত্নমালা
(৩) বৈষ্ণব পদ লহরী (৪) শ্রী শ্রী পদ কল্পতরু।

কম্পিউটার কম্পোজঃ B¥µU j Kw¤úDUvm
ইসলামীয়া বিল্ডিং, বড়লেখা, মৌলভীবাজার।
০১৮১৯-৮৪৫৬৯৮

সংগ্রহক, সংকলক ও প্রকাশকঃ
wecj `vm (cwRZ)

প্রকাশ কালঃ
1 Rvbqvix 2015 wLt

বর্ণ বিন্যাসঃ
B¥µUj Kw¤úDUvm
২য়তলা, ইসলামিয়া বিল্ডিং
বড়লেখা, মৌলভীবাজার।
মোবাইলঃ ০১৮১৯৮৪৫৬৯৮

মুদ্রণেঃ
wcµU c¨vK
ঢাকা।

অর্ঘ্যঃ ২০০/- (দুইশত টাকা) মাত্র

gLeÜ

বিপুল বাবুর ইচ্ছা আমি যেন একটা মুখবন্ধ লিখে দেই। তার অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। লিখতে হল-

মাস তিনেক আগে অফিসের কাজের ফাঁকে বিপুল বাবু আমাকে বললেন, “স্যার, আমি একটা বই সম্পাদন করতে যাচ্ছি”। আমিতো মোটামোটি হতবাক! আমাদের বিপুল বাবু বই সংকলন, সম্পাদন এবং তা প্রকাশ করবেন। আজ তিনি তার সম্পাদনকৃত বইয়ের নমুনা কপি এবং একটি সাদা কাগজ দেন বইটি পড়ে সাদা কাগজে মুখবন্ধ দেওয়ার জন্য। বইটি পড়ে আমি আশ্চান্বিত হয়েছি কারন বর্তমান যুগে আমি নিজেও অনেক পুস্তক-পুস্তিকা পড়েছি, এরকম কোন বই হয়তো প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু আমি দেখিনি। বইটি পড়ে যা বুঝলাম তা হলো সম্পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের লীলা নিয়ে গান বা পদ। যে পদসমূহ বিভিন্ন পদকর্তা লিখেছেন এবং অষ্টপ্রহরব্যাপী লীলা কীর্ত্তনে সে সব গান পালার মাধ্যমে কীর্ত্তনীয়াগণ গেয়ে থাকেন। এসব পদগুলি তিনি বিভিন্ন মাধ্যমে সংগ্রহ করেছেন। তিনি কীর্ত্তনে গিয়ে কীর্ত্তনীয়ার গানগুলি মোবাইলে রেকর্ড করে আনতেন এবং পরে তিনি সেগুলি শুনে শুনে কম্পোজ করতেন। এছাড়াও আমি দেখতাম তিনি অফিসে কাজের ফাঁকে যখনই অবসর পান তখনই বিভিন্ন ওয়েব সাইটে ঘাটাঘাটি করে বিভিন্ন প্রকার পুস্তিকা ডাউনলোড করতেন এবং তা থেকে পদগুলো সংগ্রহ করতেন। এখানে বলে রাখা ভাল, এই বইতে যেসব পদসমূহ লিপিবদ্ধ হয়েছে তা সম্পূর্ণ সংগ্রহ করা পদ। যা আমার দৃষ্টিতে খুবই মূল্যবান কারন এসব পদ এক সময় মানুষের মুখে মুখে ছিল। কিন্তু কালক্রমে তা বিলুপ্তির পথে চলে এসেছে।

বিপুল বাবুকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, কারন তিনি ব্লকের দায়িত্ব পালন করেন আবার উপজেলা অফিসেও কম্পিউটারের কাজ করেন। এত ব্যবস্থতার ফাঁকে তিনি “শ্রীকৃষ্ণ লীলা পদামৃত” যে মহৎ উদ্যোগটি নিয়েছেন আশাকরি তা পাঠকবৃন্দের নিকট সাদরে গৃহীত হবে।

পরিশেষে আমি এটাই আশাকরি বিপুল বাবু তার এরকম কার্যক্রম অব্যাহত থাকুক এবং পাঠকবৃন্দ কীর্ত্তনের আনন্দ ভোগ করতে থাকুন। সবার মঙ্গল কামনায়-

দেবল সরকার
বি.সি.এস (কৃষি)
কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার
বড়লেখা, মৌলভীবাজার।

আমার নিবেদনঃ

বর্তমানে প্রতিটি গ্রামেই অষ্ট প্রহরব্যাপী লীলা কীর্ত্তণ যজ্ঞানুষ্ঠান হচ্ছে। এই কীর্ত্তনে বিভিন্ন পালা থাকে যেমন-গোষ্ঠ লীলা, সুবল মিলন, উত্তর গোষ্ঠ, প্রভৃতি এবং প্রতিটি পালা বিভিন্ন জায়গা হতে আগত কীর্ত্তণীয়াগণ উক্ত যজ্ঞানুষ্ঠানে পালা পরিবেশন করেন। আমার দীর্ঘদিনের ইচ্ছা এই লীলা কীর্ত্তন যজ্ঞানুষ্ঠানে যে পদ বা গানগুলো গাওয়া সেগুলিকে একত্র করে একটি বই আকারে প্রকাশ করার। কিন্তু এসব পদ সংগ্রহ করাটা বেশ জটিল। পদ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন গ্রন্থ ঘাটাঘাটি করতে হয়। পদাবলী সংগ্রহ করতে গিয়ে আমার কাছে মনে হল পালা কীর্ত্তন সম্পর্কে ধারনা না থাকলে পদ সংগ্রহ করলেও তা সাজানো-গোছানোটা বেশ কষ্টকর হয়ে যায়। পাঠকদের বলে রাখা উচিত পুস্তকে লিপিবদ্ধ পদগুলো সম্পূর্ণই সংগ্রহ করা হয়েছে বিধায় সংগ্রহে ত্রুটি থাকলে লিপিবদ্ধতেও ত্রুটি থাকতে পারে। এজন্য পাঠকবৃন্দকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য এবং পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো। এই পুস্তকে পালাগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করা হলো। আমার প্রিয় ছোট ভাই উত্তম কুমার শীল ও তপন কুমার দাস কম্পিউটার কম্পোজে সাহায্য এবং আমার সহধর্মীনি মিতালী রানী দাস বইটি প্রুফ রিডিং করেছে ও প্রকাশের ব্যাপারে অনুপ্রেরণা যোগীয়েছে যার ফলে "শ্রীকৃষ্ণ লীলা পদামৃত" নামক বইটি সংকলন, সম্পাদন ও প্রকাশ করতে পেরেছি। খুব তাড়াহুড়ো করে সম্পাদন হয়েছে বিধায় ভূল ত্রুটি থাকা খুবই স্বাভাবিক। বইটি সম্পূর্ণ পরীক্ষামূলক ও শখের বশে প্রকাশ এবং এ প্রকাশের সম্পূর্ণ অবদান আপনাদের। যদি কোন মহাত্মার উপকারে আসে এবং পরামর্শ দিয়ে আমার অনুপ্রেরণা যোগান তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করবো। পরিশেষে আমি আপনাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি।

সংগ্রহক, সম্পাদক ও প্রকাশক
বিপুল দাস (প্রজিত)
উপ-সহকারী কৃষি অফিসার
ও
প্রচার, প্রকাশনা ও তথ্য বিষয়ক সম্পাদক
ডিকেআইবি
উপজেলা কৃষি অফিস
বড়লেখা, মৌলভীবাজার

মঙ্গলাচরণ ও আসর বন্দনা

গুরু গৌরচন্দ্রায় রাধিকায়ে তদালয়ে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণ ভক্তায় তদ্ভক্তায় নমো নমঃ।।

কথাঃ শ্রীগুরুদেব, শ্রী গৌরাঙ্গদেব, শ্রীরাধিকা এবং তাহার আলয়ে সখি মঞ্জরীবৃন্দ, শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তবৃন্দ এবং ভক্তেরও ভক্তবৃন্দকে নমষ্কার করি।

বন্দেহং শ্রীগুরু শ্রীযুত পদকমলং শ্রীগুরুন্ বৈষ্ণবাংশ্চ।
শ্রীরূপ সাগ্রজাতং সহগন রঘুনাথান্বিত তং সজীতম্।।
সাদ্বৈতং সাবধুতং পরিজন সহিতং কৃষ্ণ চৈতন্যদেবং।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাদান সহগণ-ললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ।।
বন্দেহং গুরুচৈতন্যং অজ্ঞান তমঃনাশকং।
নিত্যানন্দাদ্বৈতং বন্দে তৎভক্ত সঙ্গকং।।
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুস্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌতমোনুদৌ।।
বন্দে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দৌ কৃপাময়্যে।
সর্বাবতার সৎভক্তৌ সর্বভক্ত জয়াশ্রয়ৌ।।
অনর্পিত চরিংচিরাত করুণয়াবতর্ণ কলৌ।
সমর্পয়িতুমুন্নতো উজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম।।
হরিঃপুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ। সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দন।।

গানঃ শচীনন্দন তুমি ফুটিয়া উঠ, মোদের হৃদয় কন্দর মাঝে, ...
অনর্পিত করুণাবতার, শচীনন্দন তুমি ফুটিয়া উঠ।
কলির জীবের হৃদাকাশে, অশেষ করুণা নিয়ে।।
রাধাকৃষ্ণপ্রনয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা।
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।।
চৈতন্যাখং প্রকট মধুনা তদ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং।
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপকম।।

কথাঃ রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি। অন্যান্য বিলাসেতে প্রকট বিহরি।
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাই। জীব উদ্ধারিতে ভবে আর কেহ নাই।।
কলি যুগে আমার মত পাষন্ড দমনের জন্য হ্লাদিনী শক্তি রাধারানীকে শ্রীঅঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে মহাশক্তিধর শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হলেন-

গানঃ কলির জীবের ভাগ্যাকাশে, উদয় হলো হেসে হেসে, কলির ......
অজ্ঞনতা করবে নাশে, উদয় হলো হেসে হেসে, অজ্ঞানতা .....
অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।
অখন্ড মন্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম। তদপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ।।
গুরু ব্রক্ষা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর। গুরুরেব পরম ব্রক্ষ তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এবচ। পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নামো নমঃ।।
অজানুলম্বিত ভূজৌ কনকাবদাতৌ। সংকীর্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।।
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণভক্তরূপ স্বরূপকম। ভক্তাবতার ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম।।
নমো ব্রাক্ষণ্যদেবায় গোব্রাক্ষণ্য হিতায়চ। জগদ্বিতায় শ্রী কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।
মুকং করতি বাচালং পঙ্গুলঙ্গয়তে গিরিম। যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণ বন্দে জগৎগুরুম।।
কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে। প্রনত ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমোঃ নমো।।

হে কৃষ্ণ! করুণাসিন্ধো দীনবন্ধু জগৎপতে। গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধাকান্ত নমোস্তুতে।।
মূকং করতি বাচালম পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম। যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম।।
পঙ্গু গিরী লঙ্গে বুবা জনে কথা কয়। পরমানন্দ মাধবের যদি কৃপা হয়।।
তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী। বৃষভানু সুতে দেবী প্রনমামি হরিপ্রিয়ে।।
(জয়) শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভূ নিত্যানন্দ। শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ।।
শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, ভট্ট-রঘুনাথ। শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ।।
এই ছয় গোসাঞ্রির করি চরণ বন্দন। যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভিষ্ট পূরণ।।
এই ছয় গোসাঞ্রি যাঁর, মুঞ্রি তাঁর দাস। তাঁ' সবার পদরেণু-মোর পঞ্চগ্রাস।।
তাঁদের-চরণ-সেবি ভক্তসনে বাস। জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ।।
এই ছয় গোসাঞ্রি যবে ব্রজে কৈলা বাস। রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ।।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

শ্রী শ্রী গুরুদেবের মাহাত্ম ও প্রার্থনা

মূলঃ জয় জয় শ্রীগুরু, প্রেমকল্পতরু, অদ্ভুদ যাহাক প্রকাশ।
আখরঃঅদ্ভুদ লীলা প্রকাশ করিলা, নররূপে এসে নরলীলা, অদ্ভুদ লীলা ....
মূলঃ ইহে অজ্ঞান, তিমির বরজ্ঞান, সুচন্দ্র কিরণে কর নাশ।।
আখরঃআমার অজ্ঞান আধার দাও নাশিয়া, সুচন্দ্র কিরণ দিয়া, অজ্ঞান আধার .....
আমার আধারে আধারে গেল জনম, না হইল সাধন-না হইল ভজন, ...
আমার অজ্ঞান আধার দাও নাশিয়া, জ্ঞানের আলো দাও জালিয়া, ...
মূলঃ ইহ লোচন, আনন্দ ধাম।।
আখরঃগুরু আনন্দের মুরতি, সদায় নিত্যধামে বসতি, আনন্দের মুরতি।।
নিত্যানন্দের ভাবাকৃতি, আনন্দের মুরতি।।
সাধকরে তুই দেখনা চেয়ে, আমার গুরুদেবের স্বরূপ খানি, সাধকরে তুই ......
স্বরূপ নয়, স্বরূপের খনি, আমার গুরুদেবের স্বরূপ খানি, স্বরূপ নয়, ...
মূলঃ অযাচিত মোহেন, পতিত হরি যপহ, যাচিয়া দিলেন হরি নাম।।
আখরঃহরির নাম দিলেন যাছিয়া, চিত্ত শুদ্ধির লাগিয়া, নাম দিলেন যাছিয়া।।
কলি জীবের ঘরে যাইয়া, নাম দিলেন যাছিয়া।।
যাছিয়া-যাছিয়া দিলা, দয়াল গুরু দয়াল হইয়া, যাছিয়া, যাছিয়া দিল।।
মূলঃ দুরগতির অগতি, সতত অসৎ মতি, নাহিক সুকৃতির লবলেশ।।
আখরঃআমার সুকৃতির লেশ নাই, দুষ্কৃতির সীমা নাই, আমার সুকৃতির লেশ নাই।।
অভিমানে ভরা দেহ, আমার সুকৃতির লেশ নাই।।
আমি কেন ভবে আসিলাম, গুরুর চরণ না ভজিলাম, কেন ভবে আসিলাম।।
আমি কামনা সাগরে পড়িয়া রইলাম, হায় হায় আমি কি করিলাম, ...
হায়রে আমার কপাল মন্দ, গুরুর সাথে নাই সম্বন্ধ, হায়রে আমার ....
মূলঃ শ্রীবৃন্দাবন, যোগল ভজন ধন, তাহে করলো উপদেশ।।
আখরঃগুরু জানাইয়া দিলরে, বৃন্দাবনের মধুর ভজন, জানাইয়া দিলরে।।
ভজন শিখাইয়া দিলরে, ভজন করিয়া ভজন শিখাইয়া দিলরে।।
উপদেশ করলেন গুরু, বৃন্দাবনে ভজন শুরু, উপদেশ করলেন গুরু।।
মূলঃ নিরমল গৌর, প্রেমরস সিঞ্চন, পুরলো সব মনের আশ।।
আখরঃসবার মন বাসনা পূর্ণ হলো, প্রেমানন্দে হরিবল, মনো বাসনা পূর্ণ হল।।
মূলঃ স চরনাম্বুজে, রতি নাহি হোহল, রোওত বৈষ্ণব দাস।।
আখরঃকেঁদে বলে বৈষ্ণব দাস, হইলাম নারে নামের দাস, কেঁদে বলে বৈষ্ণব দাস।।
বৈষ্ণব দাস কাদিয়া বলে, বুক ভাসাইয়া নয়ন জলে, বৈষ্ণব দাস কাদিয়া বলে।
দাওহে গুরু চরণ তরী, পার হয়ে যাই ভব বারি, দাওহে গুরু চরণ তরী।।

শুভ অধিবাসের আসর বা আবাহনী

গানঃ আজি শুভ অধিবাসে, এসো গৌরাচাঁদ, শচী মায়ের দুলালিয়া।
এসো নিত্যানন্দ সঙ্গে, এসো মনোরঙ্গে, গদাধরকে সঙ্গে নিয়া।।
আখরঃতোমার ভাই নিতাইকে সঙ্গে লইয়া, এসোহে গৌর বিনোদিয়া, তোমার ....
এসো শচীর নন্দন গৌর হরি, দয়া করে একবার এসো, শচীর নন্দন ....
এসো হে গৌর শচীর নন্দন, দ্বীনের মন বাসনা করতে পূরণ, এসো হে .....
তুমি আসিলে কীর্তন সাজিবে ভাল, ঐ সংকীর্তন হইবে আলো, আসিলে ......
এসো হে, এসো হে, শচীর নন্দন গৌর হরি, এসো হে, এসো হে।।
তোমার ভাই নিতাইকে সঙ্গে নিয়ে এসো হে, এসো হে।
তোমার পঞ্চতত্ত্ব সঙ্গে নিয়ে এসো হে, এসো হে।
একা যদি গৌর আসিতে নার, ভাই নিতাইকে সঙ্গী কর, একা যদি গৌর ......
তোমার গদাধরকে সঙ্গী কর, একা যদি গৌর আসিতে নার।
মূলঃ এসো দুটি ভাই, গৌর নিতাই, দ্বিজ মনি দ্বিজ রাজে।।
আখরঃএসো দ্বিজ মনি, দ্বিজ মনি, মনি জনার শিরোমনি, এসো দ্বিজ মনি, ...
জগতে জীবের চিন্তামনি, দ্বিজ মনি, দ্বিজ মনি।।
ভক্তগণের হৃদয়ে মনি, দ্বিজ মনি, দ্বিজ মনি।।
এসো শচী মায়ের দুলালিয়া, প্রান গৌর বিনোদীয়া, শচী মায়ের দুলালিয়া।।
এসে তোমার কীর্তন তুমি কর, তোমার যন্ত্র তুমি ধর, তোমার কীর্তন .....
যন্ত্র যদি পড়ে থাকে লক্ষ জনার মাঝে।
যান্ত্রিক বিহনে যন্ত্র কেমন করে বাজে।।
মূলঃ আমি পুজিব চরণ, এই আকিঞ্চন, রাখিব হৃদয় মাজে।।
আখরঃআমি হৃদে রেখে চরণ পূজা করিব, মন চন্দন তুলসী দিব, হৃদে রেখে চরণ .....
আমি হৃদ আসনে বসাইব, মন চন্দন তুলসী দিব, হৃদ আসনে বসাইব।।
আমার বহু দিনের আশা মনে, রাঙ্গা চরণ পূজব বলে, বহু দিনের আশা মনে।।
মূলঃ কি আছে আমার, পূজার উপচার, কি দিয়ে পূজিব বল।।
যা ছিল সম্বল, নয়নের জল, তাওতো শুকিয়ে গেল।।
আখরঃ নয়ন বারি আমার শুকিয়ে গেল, কি দিয়ে চরণ পূজিব বল, নয়ন বারি .....
আমায় এক বিন্দু জল দান করহে, তোমার করুণার সিন্ধু হতে, এক বিন্দু ......
ওহে পতিত ত্বারিতে, প্রেম বিতরিতে, তোমা বিনা কারে সাজে।।
সাজেনা, সাজেনা, পতিত পাবন গৌর বিনা, সাজেনা-সাজেনা।।
তুমি গৌর হরি বিনা, সাজেনা-সাজেনা।।
মূলঃ ওহে দীনবন্ধু, দাও কৃপা সিন্ধু, পতিত ত্বারণ কাজে।।
আখরঃনামে কলঙ্ক রহিবে, অকলঙ্ক নামে তোমার কলঙ্ক রহিবে।।
আমি পতিত না ত্বরালে কলঙ্ক রহিবে।।
পতিত ত্বারিতে প্রভূ তব অবতার। মো-সম পতিত প্রভূ না পাইবে আর।।
খুজে পাবে না, তোমার মত দয়াল আর দেখিনা-খুজে পাবেনা
এভব সংসারে-খুজে পাবেনা।।
মূলঃ ওহে ভব কর্ণধার, ভব কর পার, ভবার্নবে পড়ে ডাকি।
আখরঃআমি ভব যন্ত্রণা সইতে নারি, ভবার্নবে পড়ে ডাকি, ভব যন্ত্রণা সইতে নারি।।

আমায় পার করহে গৌর হরি, দিয়ে তোমার চরণ তরী, পার করহে .....
তোমার ভক্ত তোমায় ডাকে এসো গৌররায়। তুমি বিনে মোর মনে আন নাহি ভায়।।
ভক্তাধীন ভগবান বুঝিয়া অন্তরে। ভক্ত বাঞ্ছা পুরাইতে আসিলা আসরে।।
আসরে আসিলা যবে শ্রীগৌরহরি। ভক্তগণ প্রেমানন্দে বলে হরি হরি।।

কথাঃ শ্রীমন মহাপ্রভূ প্রেমানন্দে হরিবল, হরিবল বলতে বলতে কীর্তন আসরে এসে আনন্দে আত্মহারা হইয়া নর্তনে আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত করে তুলেছেন। দূর হতে ভক্তগণ শুনতে পেয়ে অন্যান্য ভক্তগণকে ডাকছেন আর শ্রীবাস অঙ্গনে আসছেন এবং উচ্চস্বরে বলছেন-

গানঃ আয় ভাই দেখে যা সোনার নদীয়া রে, আয় ভাই দেখে যা সোনার নদীয়ারে,
অশুচী মন হবে সূচী শ্রীবাসের আঙ্গীনায় যাইয়া।।
বড়ই দয়াল ভাই ওরা দুটিরে, বড়ই দয়াল ভাই ওরা দুটিরে,
মনে লয় জনমের মত চরনে বিকায়ে যাই।।
জয় জয় যোগমায়া জয় পূর্ণমাসী, জয় হরি সংকীর্ত্তন জয় গংগা তুলসী।
জয় নবদ্বীপবাসী জয় গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া।।

কথাঃ আজ শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীবাস অঙ্গনে, ভক্তগণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে জয়ধ্বনি করছেন। তাই পদকর্তা গাইছেন-

সংকীর্ত্তনের শুভ অধিবাস

গানঃ জয়রে জয়রে গৌরা, শ্রীশচীনন্দন, মঙ্গল নটন সুঠাম।

আখরঃমঙ্গল মঙ্গল, আজি অধিবাসের মঙ্গল, মঙ্গল।

শচীনন্দনের জয় দিলাম, আজি শুভ অধিবাসে, শচীনন্দনের জয় দিলাম।

জয় দাও জয় দাও, পরম দয়াল গোরাচাঁদের, জয় দাও জয় দাও।

নাটুয়ার শিরোমনি, সংকীর্তনের শিরোমনি, নাটুয়ার শিরোমনি।

মূলঃ কীর্ত্তন আনন্দে, শ্রীবাস রামানন্দে, মুকুন্দ বাসুগুণ গান।।

আখরঃগান কররেে, মুকুন্দ আর বাসু মিলে, গান কররেে।

শ্রীবাস আর রামানন্দে, গাণ কররেে।।

মূলঃ তাদ্রিমি কিদ্রিমি, মাদল বাজত, বাজত মঞ্জীর রসাল।

আখরঃবাজিয়া উঠিল, মৃদঙ্গ করতাল, বাজিয়া উঠিল।

মূলঃ শঙ্খ করতাল, ঘন্টা রব ভেল, মিলিল পদতলে তাল।।

আখরঃতালে পদে মিলন হলো, বদন ভরে হরি বল।

মিলিয়া গেলরে, নর্তনে-কীর্তনে, মিলিয়া গেলরে।।

নাছেরে আমার গৌর নাচে, ভক্ত নাছে পাছে পাছে, নাচেরে আমার ....

নিতাই নাচে পাচে পাছে, নাছেরে আমার গৌর নাচে ।।

মূলঃ কো দেই গৌরা অঙ্গে, সুগন্ধি চন্দন, কো দেই মালতীর মালা।

আখরঃমালা চন্দন পরায়ে দিল, প্রিয় ভক্তগণ এসে, মালা চন্দন পরায়ে দিল।

কথাঃ মালা চন্দন পরিধান করে গোরাচাঁদের মনে পূর্বের ভাব জাগ্রত হলো।

মূলঃ পীরিতি ফুল শরে, মরম ভেদল, ভাবে সহচর ভোর।।

আখরঃভাবে বেভোর হলো, পীরতি ফুল শরে ভাবে বেভোর হলো।

কথাঃ মালা চন্দন পরানোর ফলে গৌর আমার ভাবে বেভোর হয়েছেন। গৌরাঙ্গের এই ভাবামৃত দেখে গৌর ভক্তগন সেই রূপ দর্শন করছেন। যার যে নয়ন-তার সেই দর্শন। সুতরাং ভজন অনুসারে দর্শনও ভিন্ন হয়ে থাকে। কেহ গৌরাঙ্গকে নর নারায়ন রূপে, কেহ শ্রীরাম রূপে আবার কেহ শ্রীকৃষ্ণরূপে দর্শন করছেন। তাই পদ কবি গাইছেন-

মূলঃ কোই কহত গোরা, জানকি বল্লভ, শ্রীরাধার প্রিয় পাঁচ বাণ।

আখরঃজানকি কানকি, মুরারী গুপ্তে বলে, জানকি জানকি।

মূলঃ নয়নানন্দ ভনে, আন নাহিক জানে, গৌর আমার গদাধরো প্রান।।

আখরঃগদাধরের প্রান গৌরাঙ্গ, গৌরাঙ্গের প্রাণ গদাধর, গদাধরের প্রাণ গৌরাঙ্গ।।

কথাঃ এখানে গৌরাচাঁদকে জানকী বল্লভ বলা হয়েছে। অর্থ্যাৎ জনক নন্দিনী সীতাপতিকেই বলা হয়েছে। কারন সেই অযোধ্যার সীতাপতি রামই হচ্ছেন এই বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন শ্রীধাম নবদ্বীপের শ্রীগৌরাঙ্গ এবং সেই বৃন্দাবনের শ্রীমতি রাধার পাঁচটি বাণ দিয়েই তৈরি হয়েছেন গদাধর। রাধারাণীর হ্লাদিনী শক্তি স্বরূপ হচ্ছন গদাধর। তাই “গদাধর মরম জানে, সময় বুঝে দাড়ায় বামে”। তাই পদকর্তা গাইছেন-

গানঃ গৌর গদাধরের মিলন হলো, প্রেমানন্দে হরিবল, গৌর গদাধরের মিলন হলো।

কথাঃ গৌর গদাধরের মিলনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবাস অঙ্গনে হরিনাম সংকীর্তনে নবদ্বীপের গৌরভক্তবৃন্দের মিলন হয়েছে এবং মহাসংকীর্তন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। এদিকে মহাপ্রভূ কীর্তন মন্ডলী হতে নিতাই চাঁদকে সঙ্গে নিয়ে-

গানঃ ধীরে ধীরে ধীরে যায় চলিয়া, নিতাই চাঁদকে সঙ্গে লইয়া, ধীরে ধীরে ধীরে ......

(তাল পরিবর্তন) উপনিত অদ্বৈত অঙ্গনে-

আখরঃউপনিত হলরে, অদ্বৈত অঙ্গনে গিয়ে, উপনিত হলরে।।

কথাঃ পদ কর্তা গাইছেন-

(দাস পাড়িয়া)

গানঃ একদিন প্রভু হাসি, অদ্বৈত মন্দিরে বসি, বলিলেন শচীর কুমার।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে, অদ্বৈত বসিয়া রঙ্গে, মহোৎসবের করিলা বিচার।।

আখরঃতিন প্রভূ এক ঠাই, আনন্দের আর সীমা নাই, হরি হরি বল ভাই, তিন .....

কথাঃ আজ না জানি কি নব লীলার উদ্বোধন হবে।

আখরঃমিলন হলোরে, অদ্বৈত মন্দিরে, মিলন হলোরে
বিচার করেরে, জীব উদ্ধারিবার তরে, বিচার করেরে।।

কথাঃ কলির জীব উদ্ধারের ব্যবস্থা করার জন্য আলাপ আলোচনা আরম্ভ করেছেন, শ্রীমনমহাপ্রভূ বলছেন, একটা মহামহোৎসব করতে হবে। এই কথা শুনে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর স্ত্রী সীতা ঠাকুরানী এসে মধুর স্বরে করজোড়ে বলছেন-

গানঃ শুনিয়া আনন্দে হাসি, সীতা ঠাকুরানী আসি, কহিলেন মধুর বচন।।

আখরঃমধুর মধুর মধুর স্বরে, গৌরাঙ্গের পদে ধরে, মধুর মধুর মধুর স্বরে।
হেথায় মহোৎসব করিবার তরে, বলে মধুর মধুর মধুর স্বরে।।

কথাঃ এই অদ্বৈত অঙ্গনে মহোৎসব করার জন্য শ্রী সীতা ঠাকুরানী প্রার্থনা জানাচ্ছেন, শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রভূ সমীপে।

গানঃ তা শুনি অনন্দ মনে, মহোৎসবের বিধানে, কহে কিছু শচীর নন্দন।।
শুন ঠাকুরাণী সীতা, বৈষ্ণব আনিয়া হেথা, আমন্ত্রণ করিয়া যতনে।
যেবা গায় যে বাজায়, আমন্ত্রণ করিয়া তায়, পৃথক পৃথক জনে জনে।।
এত বলি গৌরা রায়, আজ্ঞা দিলা সবাকায়, বৈষ্ণব করহ আমন্ত্রণ।
খোল করতাল লৈয়া, অগুরু চন্দন দিয়া, পূর্ণ ঘট করহ স্থাপন।।
আরোপন কর কলা, তাতে বাধ ফুলমালা, কীর্ত্তন মঙ্গল কৌতুহলে।
মালাচন্দন গুয়া, ঘৃত মধু দধি দিয়া, খোল মঙ্গল সন্ধ্যাকালে।।
শুনিয়া প্রভূর কথা, প্রীতে বিধি কৈল যথা, নানা উপহার গন্ধবাসে।
সবে হরি হরি বলে, খোল মঙ্গল করে, পরমেশ্বর দাস রসে ভাসে।।

আখরঃভাসিয়া গেলরে, হরিনাম প্রেম রসে, ভাসিয়া গেলরে।।

(মঙ্গল, গড়খেমটা)

গানঃ নানা দ্রব্য আয়োজন, করিবারে নিমন্ত্রণ, কৃপা করি কর আগমন।
তোমারা বৈষ্ণবগণ, মোর এই নিবেদন, দৃষ্টি করি কর সমাপন।।
করি এত নিবেদন, আনিল মহান্তগন, কীর্ত্তনের কর অধিবাস।
অনেক ভাগ্যের ফলে, বৈষ্ণব আসিয়া মিলে, কালি হবে মহোৎসব বিলাস।।
শ্রীকৃষ্ণের লীলাগাণ, করিবেন আস্বাদন, পুরিবে সবার অভিলাস।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্র, সকল ভক্তবৃন্দ, গুণ গায় বৃন্দাবন দাস।।

(বরাড়ি-একতাল)

গানঃ রাম রম্ভা আরোপন, পূর্ণঘট সংস্থাপন, অম্র পল্লব সারি সারি।।
দ্বিজ বেদ ধ্বনি করে, নারীগণ জয়কারে, আর সবে বলে হরিহরি।।
দধি ঘৃত সুমঙ্গল, করি করে উত্তরোল, করয়ে আনন্দ পরকাশ।।
আনিয়া বৈষ্ণবগণ, দিয়া মালা চন্দন, কীর্তন মঙ্গল অধিবাস।।
সবার আনন্দ মন, বৈষ্ণবের আগমন, কালি হবে চৈতন্য কীর্ত্তন।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম, শ্রীনিত্যানন্দ ধাম, গুণ গায় দাস বৃন্দাবন।।

(কামোদ-দশকুসি)

জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ।

গৌরাঙ্গ আদেশ পাইয়া, ঠাকুর অদ্বৈত যাইয়া, করে খোল মঙ্গলের সাজ।।

আনিয়া বৈষ্ণব সব, হরিবোল কলরব, সংকীর্তনের করে অধিবাস।

আপনি নিতাই ধন, দেই মালা চন্দন, করে প্রিয় বৈষ্ণব সম্ভাষ।।

আখরঃ নিতাই জনে জনে বিনয় করে, করজোড়ে এমনি করে, জনে জনে বিনয় করে।

কি আছে আর কি ধন দিব, শুভ অধিবাসে আজ বরণ করিব, কি আছে ......

হে বৈষ্ণবগন করিও পূরণ, দ্বীন হীনের এই আকিঞ্চন, হে বৈষ্ণবগণ ......

শুধু মালা দিলাম আর চন্দন দিলাম, শুভ অধিবাসে বরণ করিলাম, মালা .....

মূলঃ গোবিন্দ মৃদঙ্গ লইয়া, বাজায় তাতা থৈয়া থৈয়া, করতালে অদ্বৈত চপল।

আখরঃ তাতা থৈয়া- তাতা থৈয়া, মান অভিমান সব ছাড়িয়া, তাতা থৈয়া..........

করতালে ধরে তাল, দূর করিতে ভব জঞ্জাল, করতালে ধরে তাল।।

কেটে দে কেটে দে, মান অভিমান ষড় রিপু, কেটে দে কেটে দে।

মূলঃ হরিদাসে করে গান, শ্রীবাস ধরয়ে তান, নাচে গোরা কীর্ত্তন মঙ্গল।।

আখরঃ নাচিতে লাগিলা, আজি শুভ অধিবাসে, নাচিতে লাগিলা।

চৌদিকে বৈষ্ণবগণে, হরি বোলে ঘনে ঘনে, কালি হবে কীর্ত্তন-মহোৎসব।

আখরঃঅধিবাস-শুভ অধিবাস, কাল হবে সংকীর্ত্তন, আজি শুভ অধিবাস।

আজি শুধু অধিবাস, কাল হবে মহোৎসব বিলাস, আজি শুধু অধিবাস।।

এক দিবা এক নিশি, আজ শুভ অধিবাস।

রাধাকৃষ্ণের লীলা কীর্ত্তন, আজ শুভ অধিবাস।

মূলঃ আজি খোল-মাঙ্গলি, রাখিয়ে আনন্দ করি, বংশী বলে দেহ জয় রব।।

আখরঃআর যেন বাজে না, আজি খোল মঙ্গলি, আর যেন বাজেনা।

আজি যন্ত্র রেখে দাও, বিশ্রামে চলে যাও, আজি যন্ত্র রেখে দাও।

নিশান্তে বাজাবে, গৌর নিতাই জাগাবে, নিশান্তে বাজাবে।

জয় দাও জয় দাও, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভূর জয় দাও জয় দাও।।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূর, জয় দাও জয় দাও।। শ্রীঅদ্বৈত প্রভূর, জয় দাও জয় দাও।।

সীতা ঠাকুরানীর, জয়দাও জয়দাও। শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণের, জয়দাও জয়দাও।।

হরিনাম সংকীর্তনের, জয়দাও জয়দাও। আপন আপন গুরুদেবের, জয়দাও জয়দাও।।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

(গৌর জাগানী ও নিশান্তে মঙ্গলারতী)

শুয়িয়াছে গৌরা চাঁদ শয়ন মন্দিরে। বিচিত্র পালঙ্ক শয্যা তাহার উপরে।।
আলসে অবশ অঙ্গ গৌরা নট রায়। কি কহিব অঙ্গ শোভা কহন না যায়।।
মেঘের বিজলী কিবা চাহিয়া যতনে। কত শুভা দিয়া বিধি করিয়া নির্মানে।।
অতি মনোহর শয্যা বিচিত্র বালিশে। সুখে নিদ্রা যাওহে গৌর মনের হরিষে।।
বাসুদেব ঘোষে বলে শুন ভক্তগণ। ঊষাকালে শ্রীগৌরাঙ্গের কর জাগরণ।।

❋❋❋❋❋❋❋❋❋

হরি হরি বল সবে যত নদীয়া বাসী। গৌরাচাঁদকে জাগাইতে শচীর গৃহে আসি।।
গৌরগত প্রাণ ভক্ত গৌর প্রেমে ভাসি। নাম সংকীর্তন করে অবশেষে নিশি।।
জয় রাধে, শ্রীরাধে বলে জাগেন গৌরহরি। কোটি ভানু জিনি শোভা তামশা বিদুরী।।

❋❋❋❋❋❋❋❋❋

উঠ উঠ গৌরা চাঁদ নিশি পোষাইল। নদীয়ার যত লোক জাগিয়া উঠিল।।
ময়ুর ময়ুরী রব কোকিলার ধ্বনি। কত সুখে নিদ্রা যাওহে গৌরা গুনমনি।।
অরুন উদয় ভেল কমল প্রকাশ। তেজল মধুকর কুমুদিনি পাশ।।
করজোড় করি কহে বাসুদেব ঘোষে। কত নিদ্রা যাওহে প্রভূ ঘুমের অভিলাসে।।

❋❋❋❋❋❋❋❋❋

জাগিয়া শ্রীগৌরচন্দ্র বসিলা আসনে। সুবাসিত জলে মুখ করলেন প্রক্ষালনে।।
কমল অম্লের পত্রে দন্তের শোধন। পুনঃ গংগার জলে করলেন মুখ প্রক্ষালন।।
অদ্বৈত জাগিয়া নিত্যানন্দকে জাগায়। হরিদাস শ্রীনিবাস গৌরাগুন গায়।।
দক্ষিনে শ্রী নিত্যানন্দ বামে গদাধর। সম্মুখেতে নৃত্য করে অদ্বৈত ঈশ্বর।।
অদ্বৈত গৃহিনী আরো শান্তিপুর নারী। উলুধ্বনী দেয় তারা গৌরা মুখ হেরি।।
রামহি সুন্দর আনন্দে দেয় করতালী। বাসুদেব ঘোষে আজি বলে হরি হরি।।

<u>রাই জাগানী</u>

দশ দিশ নিরমল বেল প্রকাশ। সখিগনের মনে হেন উঠিল তরাশ।।
আম্রে কোকিল ডাকে কদম্বে ময়ূর। দাড়িম্বে বসিয়া কাক ডাকয়ে মধুর।।
দ্রাক্ষা ডালে বসি ডাকে কপোত কপোতি। তাঁরাগনের সনে লুকাইলা তাঁরাবতি।।
কুমুদিনী বদন তেজল মধুকর। কমল নিয়রে আসি মিলিল সত্তর।।
শারী কহে রাই জাগো হাসিয়া হাসিয়া। চোর হইয়া সাধুপাড়া রইয়াছে ঘুমাইয়া।।

❋❋❋❋❋❋❋❋❋

রাই জাগগো, জাগো শ্যামের মন মোহিনী বিনোদিনী রাই।।
পূর্ব দিকে চাইয়া দেখ আরতো নিশি নাই।।
শ্যাম অঙ্গে অঙ্গ দিয়া, কি শুখে আছ ঘুমাইয়া।
লোক নিন্দার ভয় কি তোমার নাই।।
কোকিল ডাকে ডালে ডালে, ভ্রমর গুঞ্জে ফুলে ফুলে।
চাইয়া দেখ আরতো নিশি নাই।।
বাসি ফুল দেও ভাসাইয়া, আবার আন ফুল তুলিয়া।
মনস্বাধে যোগল রূপ সাজাই।।
জাগো ধনি কমলিনী, জাগাও তোমার গুণমনি।
রাধারমন বলে যুগল চরন যেন পাই।।

❋❋❋❋❋❋❋❋❋

শ্যাম জাগানী

উঠ বন্ধুয়ারে, সুখের যামিনী সমাপন। অরুন উদয় হইয়াছে মেলে চাও নয়ন।।
কোকিলার কুহু রবে, চমকিত মন। বৃন্দাবনে জাগিলেন সবসখি গণ।।
মৃদু মন্দ বহিতেছে মলয়া পবন। উঠ উঠ প্রাণনাথ হেরি চাঁদ বদন।।
ফুটিল মাধবীলতা আমোদিত মন। মধু লোভে অলি রাজ করিছে গমন।।
জাগিলা শ্যাম গুণমনি (শুনি) মধুর বচন। বাসুদেব আসন দিলা হৃদয় সিংহাসন।।

✼✼✼✼✼✼✼✼✼

উঠিয়া নাগর বর হেলান আলিসে। দুটি আখি ঢুল ঢুল হেলান বালিসে।।
সুভাসিত জলে ধনি বদন পাখালে। বদন মুছায় ধনি নেতের অঞ্চলে।।
যেখানেতে যে বিগলিত হইয়াছিল বেশ। সাজাইলা প্রাননাথকে মনের আবেশ।।
হাসি হাসি এক সখি বাঁশি করে দিল। বাঁশির রেশ পাইয়া নাগর হরষিত হইল।।
জ্ঞানদাসে বলে নাগর যাই বলিহারী। এমন দোহার প্রেম কভূ নাহি হেরী।।

শ্রীগৌরাঙ্গের মঙ্গল আরতী

মঙ্গল শ্রী আরতি শ্রী গৌর কিশোর। মঙ্গল নিত্যানন্দ প্রেম রসে ভোর।।
মঙ্গল শ্রী অদ্বৈত ভক্তগণ সঙ্গে। মঙ্গল গাওতো প্রেম তরঙ্গে।।
মঙ্গল বাজাওতো খোল করতালে। মঙ্গল হরিদাস নাচত ভালে।।
মঙ্গল ধুপ-দ্বীপ লইয়া স্বরূপে। মঙ্গল আরতি করে অতি অপরূপে।।
মঙ্গল শ্রী গদাধর হেরি প্রভূর হাস। মঙ্গল আরতী করে দ্বীনকৃষ্ণদাস।।

শ্রীরাধা কৃষ্ণের মঙ্গল আরতী

মঙ্গল আরতি যোগল কিশোর। প্যায়ারিকে সঙ্গে নিয়ে শ্যাম নটবর।।
জড়িত জঙ্গম যারে বিজুলী আছল। দুহ রূপে দশ দিশ সুভাষিত ভেল।।
রতন প্রদীপ জ্বালি ললিতা পিয়ারী। আরতি করতহি বদন নেহারি।।
সুমধুর বাজে ঘন্টা তাল মৃদঙ্গ। রবার পিনাক বায় প্রেমের তরঙ্গ।।
চৌদিকে মনোহর ব্রজবালা মিলি। মঙ্গল গাওতো দেয় করতালী।।
মনোহর ধুপ গন্ধে বনই মাতাওহে। মলয়া পবনতহি মৃদু মৃদু বাওহে।।
শারি-শুক পিক রবে মধুরসে গুঞ্জে। তরুলতা সুভাষিত ফল ফুলে কুঞ্জে।।
নিতি নিতি ঐছন আরতি বিরাজে। আনন্দে নিরকিহে শ্রী গোবিন্দ দাসে।।

রাধা কৃষ্ণের মঙ্গল আরতি

মধুর মধুর, অতি সুমধুর, মোহন মুরলী বাজে।
মোহন মুরলী বাজেতো শ্যামের, মধুর মুরলী বাজে।।
দিয়ে করতালী, ব্রজের নগড়ী, মঙ্গল আরতি সাজে।
ধুপ-দ্বীপ লইয়া, আনন্দিত হইয়া, ললিতা নাগড়ী সাজে।।
ঘুরি-ঘুরি-ঘুরি, করতঃ আরতি, রাই কানু লইয়া মাঝে।
পদনা পঞ্জুরী, ঝঞ্জা ঝঞ্ঝুরী, পিনাক পিনাক বাজে।।
কহে প্রেমানন্দ, এ বড় আনন্দ, এমন ভাগ্য কবে হবে।
শ্রীরাধা মাধব, যুগল চরণ, নয়নে হেরিব কবে।।

✼✼✼✼✼✼✼✼✼

মধুর মধুর, অতি সমুধুর, মোহন মুরলী বাজে।
ব্রজের নাগরী, দেয় করতালী, মঙ্গল আরতি সাজে।।
ধুপ-দ্বীপ লইয়া, ললিতা বিশাখা, মনের আনন্দে সাজে।
ঘুরি ঘুরি করি, করতঃ আরতি, রাই কানু লইয়া মাঝে।।
শঙ্খ খঞ্জরী, পাখোয়াজ জাঞ্জরী, বেনিকা বেনি বাঝে।
দ্রিমিকি-দ্রিমিকি, তাতাতৈয়া তৈয়া, মধুর মৃদঙ্গ বাজে।।
কহে নরহরি, প্রেমের ভিখারী, আমারে কি দয়া হবে।
শ্রীরাধা মাধব, যোগল চরন, হেরিয়ে নয়ন জুড়াবে।।

<u>রাই'র নিদ্রা ভঙ্গে ভাবনা</u>

উঠিয়া রাই বিনোদিনী, হেরিয়া শেষ রজনী, চমকিয়া চারিদিকে চায়।
প্রভাতে জাগিয়া ধনি, মনে শশংকিত মানি, পদচাপি বধুরে জাগায়।।
উঠ ওহে নাগবর, আলিস্য পরিহর, ঘুমে না হইও অচেতন।
বিষম গোকুলের লোকে, যদি কেহ আসি দেখে, কি বলিয়া বলিবে বচন।।
বাপ শশুড় কুল, উচ্চ দুই সমতুল, তাতে হই কুলের কামিনী।
হেন মনে করি ভয়, পাছে কুলে কালি রয়, লোকে পাছে বলে কলংকিনী।।
এইতো গোকূলের লোকে, কত কথা বলে মুখে, ননদিনী পরমাদ করে।
যদি দেখে তোহা সঙ্গে, হইবে কেমন রঙ্গে, তবে কি রহিতে দিবে ঘরে।।
আমি আর বলিব কি, না পারিয়া বিদায়নি, সকলি গোচর রাঙ্গা পায়।
এযদু নন্দনে বলে, দুহু ভাসে প্রেম জলে, দুঃখে বুক বিদরিয়া যায়।।

❊❊❊❊❊❊❊❊

জয় রাধাকৃষ্ণ প্রানধন মোর যুগল কিশোর। জীবনে মরনে গতি আর নাহি মোর।।
কালিন্দির কূলে খেলি কদম্বের বনে। রতন বেদীর উপর বসায়ে দু-জনে।।
শ্যামগোরী অঙ্গে দিব (চুয়া) চন্দনের গন্ধ। চামর ঢুলাব করে হেরিব মুখচন্দ্র।।
গাথিয়া মালতীর মালা দিব দোহার গলে। অধরে তুলিয়া দিব কর্পুরতাম্বুলে।।
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ। আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ।।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভূ দাসের অনুদাস। সেবা অভিলাষ করে নরোত্তম দাস।।

<u>নিশান্তে কীর্তন</u>

(ললিত-একতালা)

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভূ নিত্যানন্দ। হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাধে গোবিন্দ।।
তন্ত্র হরে মন্ত্র হরে যোগী ঋষির মন হরে। আপনে হর দিগম্বর পঞ্চমুখে গান করে।।

(বিভাষ-একতাল)

শোঙর নব গৌর সুন্দর নাগর বনয়ারী।
নবদ্বীপ ইন্দু, করুনা সিন্ধু, ভকত বৎসলকারী।।
বদন চন্দ্র অধর রঙ্গ, নয়নে গলত প্রেম তরঙ্গ।
চন্দ্র কোটি ভানু কোটি মুখ শোভা নিছয়ারী।।
কুসুম শোভিত চাচর চিকুর, ললাটে তিলক নাসিকা উজোর।
দশন মোতিম অমিয় হাঁস দামিনী ঘনয়ারী।।
মকর কুন্ডল ঝলকে গন্ড, মনি কৌস্তুভ দীপ্ত কণ্ঠ।
অরুন বসন, করুন বচন, শোভা অতি ভারী।।
মাল্য চন্দনে চর্চিত অঙ্গ, লাজে লাজ্জিত কোটি অনঙ্গ।
চন্দন মলয়া, রতন নুপুর, যজ্ঞসূত্রধারী।।

ছত্র ধরত, ধরনী ধরেন্দ্র, গাওত যশ ভকতবৃন্দ।
কমলা সেবিত শ্রীপাদপদ্ম, বলিয়া যাই বলিহারি।।
কহত দীন, কৃষ্ণ দাস, গৌর চরনে করত আশ।
পতিত পাবন, নিতাই চাদ, প্রেমদানকারী।।

(বিভাষ-একতাল)

ভজরে মন গৌরচন্দ্র নদীয়া বিহারী।
আনন্দ স্কন্ধ নিত্যানন্দ প্রেমের লহরী।।
অনর্পিত ধন অর্পন করি, সিঞ্চিল অখিল ব্রহ্মান্ড ভরি।
তাপিত গলিত অধম দুর্জন, পাষন্ড দলনকারী।।
প্রিয় রামানন্দ স্বরূপ সনে, কৃষ্ণ সংকীর্তনে আনন্দ মনে।
হরি হরি বলি, নাচে বাহু তুলি গদাধরের মুখ হেরি।।
ব্রজেরই ভাব মনেতে করি, ধারা বহে দুনয়নে ভরি।
হাসে কান্দে গায়, ক্ষনে মূর্চা যায়, রা-রা-রা বলি।।
রসে ঢলঢল, রাতুল অঙ্গ, দলিত গলিত প্রেমতরঙ্গ।
রসসিন্ধুকনা, পাইতে বাসনা, শ্যাম কিশোর আশাধারী।।

<u>(শ্রী শ্রী কৃষ্ণস্য বাল্যলীলা তদুচিত গৌরচন্দ্র)</u>

(বেলোয়ার-দশকুসি)

সোনার গৌর নাচে। শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়। সোনার গৌর নাচে।
বয়ানে বসন দিয়া বলে লুকাইলু, শচী বলে বিশ্বাম্ভর আমি না দেখিনু।
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরনে, নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন গমনে। সোনার ......
বাসুদেব ঘোষ বলে অপরূপ শোভা।। শিশুরূপ দেখি হয় জগমনলোভা।।

(বিভাষ-একতাল)

দেখ দেখ আসি, যত নদীয়া বাসী, আমার গৌরাঙ্গ চান্দে।
প্রভাতে উঠিয়া, অঞ্চলে ধরিয়া, ননী দে বলিয়া কান্দে।।
নহি গোয়ালিনী, কোথা পাব ননী, একি বিষম হইল মোরে।
শুনেছি পুরানে, নন্দের ভবনে, সেই সে আমার ঘরে।।
একি অদ্‌ভূত, অতি বিপরীত, আমার গৌরাঙ্গ রায়।
আঙ্গিনায় দাড়াইয়া, ত্রিভঙ্গ হইয়া, মধুর মুরলী বায়।।
আর একদিন, খেলে শিশু সনে, নয়নে গলয়ে লোর।
কহয়ে লোচনে, শচীর ভবনে, বাসনা পুরিল মোরে।।

(পট মঞ্জুরী-ঠেস কাওয়ালী)

নাছেরে নাছেরে মোর রাম দামোদর। যত নাচ তত দিব ক্ষীর ননী সর।।
আমি নাহি দেখি বাছা নাচ আর বার। গলায় গাথিয়া দিব মনিময় হার।।
তাতা থৈয়া তাতা থৈয়া বলে নন্দরানী। করতালি দিয়া নাচে রাম যদুমনি।।
রাম কানুরে মোর রাম কানু। মনিময় ঝুড়ি মাথে ঝলমল তনু।।

(বেলোয়ার-দশকুসি)

এক মুখে কি কহব গোরাচান্দের লীলা। হামাগুড়ি যায় নানা রঙ্গে শচীর বালা।।
লালে ঝর ঝর মুখ দেখিতে সুন্দর। পাকা বিম্বফল জিনি সুন্দর অধর।।
অঙ্গদ বলয়া শোভে সুবাহু যুগলে। চরনে মগরা খাড়ু বাঘনখ গলে।।
সোনার শিকলী পিঠে, পাঠের থোপনা। বাসুদেব ঘোষ কহে নিছনি আপনা।।

(ভাটিয়ারী-গড় খেমটা)

নাচত মোহন নন্দ দুলাল।
রঙ্গিম চরনে মঞ্জীর ঘন বাজত, কিঙ্কিনি তাহি রসাল।।
স্থল পংকজ দল, জিনিয়া চরন তল, অরুণ কিরণ কিয়ে আভা।
তাহার উপরে, নখচান্দ সুশোভিত, হেরইতে জগমন লোভা।।
মনি আভরন কত, অঙ্গহি ঝলকত, নাসায় মুকুতা কিবা দোলে।
মা-মা-মা বলি, চাঁদ বদন তুলি, নবীন কোকিলা যেন বোলে।।

(টোরি-গড় খেমটা)

দেখ আসিয়া রামের মাগো গোপাল নাচিছে তুড়ি দিয়া।
কোথা গেলা নন্দ রায়, আনন্দ বহিয়া যায়, নয়ন ভরিয়া দেখ আসিয়া।।
চিত্র বিচিত্র নাট, চরনে চাঁদের হাট, চলে যেন খঞ্জনিয়া পাখি।
সাধ করিয়া মায়, নুপুর দিয়াছে পায়, নাচিয়া নাচিয়া আইস দেখি।।
প্রতিপদ চিহ্ন তায়, পৃথক পড়িয়া যায়, ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ তাহে সাজে।
যাদবেন্দ্র দাসে কয়, নাটুয়া গোবিন্দ রায়, প্রেমভরে অধিক বিরাজে।।

(ভাটিয়ারী-গড় খেমটা)

ভাল নাচরে নাচরে মোর নন্দ দুলাল।
ব্রজ রমনীগণ, চৌদিকে বেড়ল, যশোমতি দেই করতাল।।
রুনুর ঝুনুর ধ্বনি, ঘাঘর কিঙ্কিনী, গতি নট খঞ্জন ভাতি।
হেরইতে অখিল, নয়ন মন ভুলয়ে, ইহা নব নীরদ কাঁতি।।
করে করি মাখন, দেই রমনীগণ, খাওই নাচই রঙ্গে।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ, পংকজ সুললিত, চরন চালই কত ভঙ্গে।।
কুঞ্চিত কেশ, বেশ দিগম্বর, কটিতটে ঘুঙ্গুর সাজ।
বংশী কহই কিয়ে, জগজন মঙ্গল, শ্রবণ সুধাসম বাজ।।

গোষ্ঠ লীলা

কথাঃ শ্রীমন মহাপ্রভূ ভক্তগণ সনে, শ্রীবাস অঙ্গনে হরিনাম সংকীর্তনে আনন্দে আত্মহারা হয়েছেন। এদিকে গোষ্ঠলীলার সময় হয়েছে, ব্রজের ভাবে ভাবিত হয়ে ভাব নিধি গৌর বলেছেন-

➨ "কৈ সাঙলী কৈ ধবলী, ডাকে গৌরা বনমালী, কৈ সাঙলী কৈ ধবলী।"

কথাঃ তা শুনে পদকর্তা বংশীবদন গাহিতেছেন-

গানঃ শচীর নন্দন গোরা ও চাঁদবয়ানে। ধবলী শাওলী বলি ডাকে ঘনে ঘনে।।

আখরঃকৈ সাঙলী কৈ ধবলী, ডাকে গৌরা বনমালী, কৈ সাঙলী কৈ ধবলী।

মূলঃ বুঝিয়া ভাবের গতি নিত্যানন্দ রায়। শিঙ্গার শবদ করি বদন বাজায়।।
নিতাই চাদের মুখে শিঙ্গার নিসান। শুনিয়া ভকতগণ প্রেমে আগুয়ান।।

আখরঃঅজ্ঞান হইল, গৌর ভক্ত যত ছিল, অজ্ঞান হইল, শিঙ্গার ধ্বনি শুনিল, ...

কথাঃ গৌরভক্ত যাহারা নিকটে ছিলেন, তাহারা অজ্ঞান হয়ে পড়লেন, আর যাহারা দূরে ছিলেন তাহারা ঐ শিঙ্গার ধ্বনি শুনে তাড়াতাড়ি চলে আসছেন। তাই পদকর্তা গাহিতেছেন-

মূলঃ ধাইল পন্ডিত গৌরীদাস যার নাম। ভাইয়ারে ভাইয়ারে বলি ধায় অভিরাম।।

আখরঃধাইল অভিরাম, যার নাম ছিল শ্রীধাম, ধাইল অভিরাম।
গৌরী দাস ধাইল, বৃন্দাবনের সুবল ছিল, গৌরিদাস ধাইল। নৈদে গৌরী দাস হলো।

কথাঃ এইভাবে শ্রীধাম নবদ্বীপের সকল ভক্তবৃন্দ শ্রীবাস অঙ্গনে সমবেত হয়েছেন এবং যাহারা শিঙ্গার ধ্বনি শুনে অজ্ঞান হয়েছিলেন তাহারাও সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়ে শ্রীমনমহাপ্রভূকে কিরূপে দর্শন করিতেছেন এবং কি আবেশ হয়েছে তা বর্ণনা করছেন পদকর্তা শ্রীবংশী বদন-

মূলঃ দেখিয়া গৌরাঙ্গরূপ প্রেমার আবেশ। শিরে চূড়া শিখিপাখা নটবর বেশ।।
চরনে নুপুর সাজে সর্বাঙ্গে চন্দন। বংশীবদন কহে চল গোবদ্ধর্ন।।

আখরঃচল প্রভূ গোবর্ধন, কর তোমার বংশী বাজন, চল প্রভূ গোবর্ধন।
বাজাইয়া বাজাইয়া বাজাইয়া চল, গোঠে যাওয়ার বেলা হল।
ব্রজলীলা আরম্ভ হল, প্রেমানন্দে হরিবল, ব্রজলীলা আরম্ভ হলো। (ঝুমুর)

কথাঃ সমবেত গৌর ভক্তবৃন্দ, এইভাবে শ্রীমনমহাপ্রভূকে সবাই শ্রীকৃষ্ণ রূপেই দেখছেন। নিত্যানন্দকে বলরাম রূপে, অভিরামকে শ্রীধাম রূপে, গৌরীদাসকে সুবল প্রভৃতি রূপে দর্শন করছেন। এইবার ব্রজের কৃষ্ণলীলা আরম্ভ হয়ে গেছে। তবে ব্রজের কৃষ্ণলীলা কীর্তন করতে হলে গৌর লীলা কীর্তন করতে হয়। কারন এই কলি যুগের প্রেমাবতার হচ্ছেন শ্রীগৌরাঙ্গ, "গৌর বিনে প্রাপ্ত নয় শ্রীনন্দের নন্দন"। তাই গৌরচন্দ্রিকা করা হল। এদিকে রোহিনী নন্দন বলরাম মায়ের দ্বারা সজ্জিত হয়ে মাতৃ আশির্বাদ নিয়ে চলেছেন প্রান গোবিন্দকে নিয়ে গোচারনে যাবার জন্য, কিভাবে ভাবিত এবং সজ্জিত হয়ে চলেচেন তা বর্ণনা করছেন পদকর্তা শ্রী শশী শেখর-

গানঃ বাজত সব, গোষ্ঠ বাজনা, সাজত বলবীরে।
মদে ঘূর্নীত, নয়ন যুগল, পাটনপটী শিরে।।

আখরঃযায়রে বলাই পাগড়ী বাধিয়া, যায় হাসিয়া হাসিয়া, নাচিয়া নাচিয়া ....

মূলঃ বলাইর মুখ নয় যেন বিধুরে।
বুক বহি পড়ে, মুখের লাল, শ্বেত কমলের মধুরে।।
আখরঃযেন শ্বেত কমলে মধু ঝরে, বলাইয়ের মুখে লাল ঝরে ......
কথাঃ এই যে বলরামের বদন থেকে অধরামৃত ঝরে পড়ছে, অন্তরঙ্গ ভক্তগন তাহা পান করবার বাসনা করেছেন। যাদের ভাগ্যে আছে তারাই পান করছেন-
মূলঃ গলে বনমালা, বাহে তাড় বালা, শ্রবনে কুন্ডল সাজে।
ধব-ধব-ধব, ধবলী বিলয়া, ঘন ঘন শিঙ্গা বাজে।
আখরঃবাজিলরে বলাইর শিঙ্গা, ধবলী কবলী শাঙলী বলিয়া, ...
মূলঃ নব নটবর, নীলাম্বর লাম্ফে ঝাম্পে আওয়ে।
মদে মাতল, কুঞ্জর গতি, উলটি পালটি চাওয়ে।
আখরঃউলটি পালটি চায়রে বলাই, কেহ নিতে আসে কি নাই, ..., কৃষ্ণ প্রেমের মদ খেয়েছে, মদে মাতয়ারা হয়েছে, আত্মহারা হয়ে গেছে, কৃষ্ণ প্রেমের মদ খেয়েছে।
মূলঃ আপন তনু ছায়রি হেরি, রোখা বেশ হই।
হু হু পথ, ছোড়হ বলি, আঙ্গুলি ঘন দেই।।
আখরঃপথ ছেড়ে দাও পথের বলাই, আনতে যাব প্রাণের কানাই, ...
কথাঃ নিজের ছায়াকে দ্বিতীয় বলরাম মনে করে তাকে প্রহার করবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন কিভাবে, তা বর্ণনা করছেন পদকর্তা শশী শেখর-
মূলঃ করে পাঁচনী, কক্ষে দাবী, রাঙ্গা দুলী গায়ে মাখে।
কাকা কাকা কাক্কা, কানাইয়া বলিয়া, ঘন ঘন ঘন ডাকে।।
আখরঃকোথায় রইলে ভাইরে কানাই, দেখে যা তোর দাদা বলাই, ...
কথাঃ কানাইকে ডাকতে ডাকতে কোন সাড়া না পেয়ে আপন ছায়াকে শত্রু মনে করে বলরাম তখন-
মূলঃ পদাঘাত মারি কাহে তিন বেরি, স্থিরা ভব ধরনী।
কথাঃ বলরামের পদাঘাতে মা ধরনী অর্থ্যাৎ পৃথিবী থর থর করে কাপতে আরম্ভ করছেন, তা দেখে বলরাম বলছেন-
গানঃ মা ধরনী স্থির হয়ে যাও, অধম সন্তানে ক্ষমা কর. ....
কথাঃ কৃষ্ণ প্রেমে আকুল বলরামকে দর্শন করে পদকর্তা গাইছেন-
মূলঃ শশী শেখর, কহে হলধর, পদতলে যাউ নিছনি।।
আখরঃপদতলে আমার প্রাণ সপিলাম, কৃষ্ণ প্রাণা ওহে বলরাম, ...
কথাঃ এদিকে সুবল। বলরাম-- কানাইকে ডাকছেন শুনে গান ধরেছেন-
গানঃ আয়রে ভাই কানাই তরে ডেকেছে রে দাদা বলাই।
মায়ের কোলে রইলে ভূলে গোঠের বেলা হলো ভাই।।
বলাই দাদা মধু, বনে মত্ত থাকে মধু পানে, সেতো কিছু নাহি জানে।
তর বেনু রবে ধেনু ফিরে তাইতো তোরে সাধিরে ভাই।।
(ধানশ্রী, একতালা)
গানঃ ধাইয়া আওত, শ্রীধাম চন্দ্র রঙ্গিয়া পাগুড়ি সথে।
তোক অর্জুন, অংশুমান, দাম সুদাম সথে।।
কটি কাছনি, বঙ্কিম ধটি, বেনুরব বাম হাতে।
জিতি কুঞ্জর, গতি মন্থর, ভাইয়া ভাইয়া বলি ডাকে।।
গলে লম্বিত, গুঞ্জমালা, ভূজে অঙ্গদ বালা।
গো-ছান্দন ডোরি কান্ধহি, কর্ণে কুন্ডল খেলা।।
স্ফুট চম্পক, দল নিন্দিত, উজ্জ্বল তনু শোভা।
পদপংকজে নুপুর বাজে, শেখর মনলোভা।।

(সুহিনী-দুঠুকি)

গানঃ শ্রীদাম সুবলের নিকটে যাইয়া। কহে শুন ওহে সুবল ভাইয়া।।
দিন বহু হৈল গোঠের বেলা। কিছু নাহি বলে নন্দের বালা।।
যশোদা যোগায় মাখন মুখে। আছয়ে মায়ের কোলেতে সুখে।।
রাজসুত হইয়া এ কোন ধারা। আমরা হইয়াছি দাসের পারা।।
ধেনু বৎস সব এমনি আছে। চল যাই কহি কানাইর কাছে।।
শ্রীদাম সুবল মঙ্গল ধাইয়া। কহে শুন ওহে কানাই ভাইয়া।।
গোধন সকল বাথানে রইল। দেখ দেখ বেলা কতেক হইল।।
রাখাল সকল দাড়াইয়া পথে। যদুনাথ কহে যাইব সাথে।।

(শ্রীরাগ-লোভা)

গানঃ অরুন উদয় বেলা, যত শিশু লইয়া মেলা, সবে গেলা নন্দের দুয়ার।
শিঙ্গা বেনু বাশি রব, করয়ে রাখাল সব, গোষ্ঠে আইস নন্দের কুমার।।
গোপাল তুমি যাবে কিনা হারে আজি মাঠে।
এক বোল বলিলে, আমরা চলিয়া যাই, ধবলী শ্যামলী গেল গোঠে।।
তোমার বিলম্ব দেখি, বলরাম পথে থাকি, পাঠাইল তোমা আনিবারে।
যাবে কিনা যাবে তথা, দৃঢ় করি কবে কথা, বলরামের দোহাই তোমারে।।

আখরঃবলরামের দোহাই দিলাম, যাবে কিনা ঘনশ্যাম, ...।

কথাঃ একটু রুঢ় স্বরে বলরামের দিব্যি দিয়ে রাখালগণ আবার মনে মনে ভাবছেন, বেশ রুঢ় কথা বলে ফেললাম, এতে কানাই যদি রাগ করে বলে, না-আমি যাব না, তখন আমরা কি করব। তাই তাড়াতাড়ি পুনঃ বিনম্রভাবে বলছেন-

মুলঃ যদি বা ছাড়িয়া যাই, অন্তরেতে ব্যথা পাই, চিত্ত নিবারিতে মোরা নারি।
কিবা গুন জ্ঞান জান, সদাই অন্তরে টান, এক তিল না দেখিলে মরি।।

আখরঃমরে যাই মরে যাই, তোমারে না দেখে কানাই, ...।

মূলঃ শুনিয়া শিশুর বাণী, হাসে দেব চুড়ামনি, মুদিত নয়ন পরকাশে।

আখরঃযেন নিদ্রা হতে জাগছে কানাই, শিশুগণের শব্দ শুনি, ...

মূলঃ গোবিন্দ দাসের পহু, হাসিয়া হাসিয়া রহু, চলিলেন বিহারের রসে।।

কথাঃ শ্রীকৃষ্ণ মাকে ডেকে বলেছেন-

(গান্ধার-লোফা)

গানঃ গোঠে আমি যাব মাগো গোঠে আমি যাব। শ্রীদামের সঙ্গে আমি বাচুরি চরাব।।
চুড়া বেধে দে মা পাচনি দে মা হাতে। মোর লাগি দাদা বলাই দাড়াইয়া রাজপথে।।
পীতধড়া দে গো মা গলায় দেহ মালা। মনে পড়ি গেল মোর কদম্বের তলা।।
শুনিয়া গোপালের কথা মাতা যশোমতি। সাজায় বিবিধ বেশে মনের আরতি।।
অঙ্গে বিভূষিত কৈল রতন ভূষণ। কটিতে কিংকিনি ধটী পীত বসন।।
কিবা সাজাইল রূপ ত্রিভুবন জিনি। পুষ্প গুঞ্জা শিখিপুচ্ছ চূড়ার টালনি।।
চরনে নুপুর দিলা তিলক কপালে। চন্দনে চর্চিত অঙ্গ রত্ন হার গলে।।
বলরাম দাসে কয় সাজাইয়া রানী। নেহারে গোপালের মুখ কাতর পরানি।।

কথাঃ গোঠের অধিক বেলা দেখি যশোদা আলয়ে গিয়ে শ্রীধাম সখা ভাই কানাইকে সম্ভোধন করি বলিছে, কানাইহে-

গানঃ শ্রীধাম যাইয়া কহে, নন্দের নন্দনা। বুঝিতেনা পারি কানাই তোমার মন্ত্রণা।।

আখরঃতুই কি গোঠে যাবিনা ভাই? গোঠের অধিক বেলা হলো, তুই কি গোঠে ......

মূলঃ তুমি রাইলা ঘরে বসি, গোঠে গেলা পাল। উন্মত্ত হয়ে বেড়ায় যতেক রাখাল।।
আগে যদি চালাই ধেনু, পিছু পানে ধায়। নেহারই চাঁদ মুখ না হেরে তোমায়।।

আখরঃতারা যায় আর ফিরে ফিরে চায়, দেখে কানাই সঙ্গে আছে কিনা, তারা যায় আর ফিরে ফিরে চায়। তারা সঙ্গ ছাড়া যেতে নারে, দেখে কানাই সঙ্গে আছে কিনা, তারা যায় আর ফিরে ফিরে চায়।

কথাঃ কানাইরে, আমাদের কথা আর কি বলব, বৃন্দাবনের গাভি বৎস্য, তাদের পশুকুলে জন্ম, তারাও তোর সঙ্গ ছাড়া গোঠে যেতে চায় না

মূলঃ হেদেরে কানাই ভাই তোর সঙ্গ চাই। ক্ষুধা হলে গহন কাননে খেতে পাই।।
মরিলে না মরি কত আপদ এড়াই। জন্মে জন্মে পাই যেন তোমা হেন ভাই।।
তোমা ছাড়া মায়ের কোলেতে শুয়ে থাকি। ঘুমাইতেঘুমাইতে কানাইকানাই বলে ডাকি।।

আখরঃসঙ্গ ছাড়া করিসনারে, এ জন্মে নয় জন্মে জন্মে, সঙ্গ ছাড়া করিসনারে।

কথাঃ কানাইরে, ওরে মরম সখা, তোকে যে আমরা কত ভালবাসি, আমরা যদি মায়ের কোলে ঘুমিয়ে থাকি, ঘুমাতে ঘুমাতে তোরে দেখি, তাই কানাই, তোর কি আমাদের কথা মনে নাই, তুই কি আমাদের সঙ্গে যাবিনা।

গানঃ স্বপনে কখন, মধুর বচন, তুমি বলি নাহি মোরারে।
ওরেরে হারেরে, বলিয়া ডাকিরে. গোপ শিশুর এই ধারারে।।
কত মেরেছি ধরেছি, কান্ধেতে চড়েছি, কুবোল বলেছি মোরারে।
হারেরে বলেরে, বলিয়ে ডাকিরে, গোপ শিশুর এই ধারারে।।

আখরঃমোরা শুদ্ধ সখ্য ভাব করি, কভু কান্ধে করি কভু কান্ধে চড়ি, শুদ্ধ সখ্য ....

কথাঃ রাখালগণের এই সমস্ত কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ তাদের দিলে লক্ষ্য করে বলছেন- “সখাগণ, তোমাদের কথা শুনে আমি স্থির থাকতে পারছিনা, কারন-

মূলঃ শুন শিশুগণ, করি নিবেদন, স্বরূপে কহিরে তোরে।
ওরেরে হারেরে, ভাইরে কানাইরে, বলিয়া ডাকিও মোরে।।
অগুরু চন্দন, অঙ্গেতে লেপিলে, মোর নহে যত সুখ।
ওরেরে হারেরে, বলিয়া ডাকিলে দ্বিগুন বাড়য়ে বুক।

আখরঃআনন্দে আমার বুক ভরে যায়, কহিতেছে শ্যামরায়, আনন্দে আমার বুক .....

কথাঃ কানাই, আমরা কোন দিন তোকে তুমি বলে সম্বোধন করি নাই, ওরেরে-হারেরে বলেছি, কত কুবোল বলেছি, খেলাতে মারামারি-ধরাধরি করেছি, তোকে কাঁধে করে নিয়েছি এবং তোর কাঁধে চড়ে সমগ্র মাঠ বেড়িয়েছি, এজন্য তুই বুঝি আমাদের সাথে গোষ্ঠে যাবিনা-
সখাদের এ আর্তি দেখি কানাই বলছে, শ্রীধাম এমন কথা বলছিস কেন?

গানঃ কি করিব ওরে শ্রীধাম করব আমি কি? চুড়া বাঁধি ধড়া পরে বসে রয়েছি।।

আখরঃধড়া পরে বসে আছি, তোদের সঙ্গে গোঠে যাব বলে, ধড়া পড়ে বসে আছি।

কথাঃ ভাবাবিষ্টে পদকবি, এক পাশে দাড়িয়ে বলছেন, ঠিকই বলেছে কানাই, সে শুধু বাইরে ধরাপড়ে বসে নাই

আখরঃধরা পড়ি বসে আছে, বাৎসল্য প্রেমের বন্ধনেতে, ধরা পড়ি বসে আছে, আমার মা যশোদার কাছে, ধরা পড়ি বসে আছে।
শ্রীধামরে -

মূলঃ মায়েরে না বলিয়া আমি যদি যাই গোঠে। মরিবে আমার মা পড়িবে সংকটে।।

আখরঃআরতো প্রাণে বাচবেনারে, আমি মায়ের একা গোপাল, ...

মুলঃ একদিন লবনী খাইয়া ছিলাম লুকাইয়া। মরিতে ছিল মা আমায় না দেখিয়া।।

কথাঃ শ্রীধাম আমার মা যে আমায় কত ভালবাসে, একদিন লবনী খেয়ে লুকিয়েছিলাম, আমার মা যশোমতি ক্ষণকাল আমায় না দেখতে পেয়ে আমার অদর্শনে মা আমার মরতে গিয়েছিল। তাই সখারে মাকে না বলে আমি গোঠে যেতে পারব না। মা যদি আমায় বিদায় না দেয় তাহলে আমি গোঠে যেতে পারি না। তখন শ্রীধাম বলছে-ওহ, ভারী মায়ের বড়াই করছিস

মূলঃ জানিরে তোর মায়ের প্রেম যত ভালবাসে। স্বল্প লবনীর তরে বেধেছিল গাছে।।

আখরঃএমন গাছে বাধা মা কার বা আছে, আমাদেরকি মা নাইরে, গাছে বাধা মা .....

মূলঃ যমল অর্জুন যেদিন চেপেছিল গায়। তখন তোর মা নন্দ রাণী আছিল কোথায়?

কথাঃ কানাই, সামান্য লবনী খেয়েছিলি বলে তোর মা তোকে জমল অর্জুন গাছে বেধে রেখেছিল। যখন জমল অর্জুন বৃক্ষ তোর গায়ে চেপেছিল, আমরা ছাড়া তোর মা কোথায় ছিল? এখন ভারী মায়ের বড়াই করছিস।

➨ তখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামের মুখে এত নিন্দা ভাষ্য শ্রবণ করে কেঁদে কেঁদে বলছেন-

আখরঃআমার মাকে নিন্দা কর নারে, মা আমার বড় অদরের ধন, ...

কথাঃ তুমি যে বলছো শ্রীধাম, জমল অর্জুন আমার গায় চাপিল, মা কিছুই করলেন না; তবে শুন-

জমল অর্জুন পূর্ব জন্মে ছিল গন্ধর্ব, তাদের নাম ছিল নলকুবের ও মনিগ্রীব, তারা গন্ধর্বলোকে গন্ধবিনীসহ সরোবরে জলকেলী করতে ছিল। এমন সময় দেবর্ষি নারদ উক্ত সরোবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা দেবর্ষি নারদকে দর্শন করেও তাকে অভ্যর্থনা না করে স্থাবরের মতো দাড়িয়ে ছিল, এতে দেবর্ষি নারদ তাকে অপমান করা হয়েছে মানে করে তাদেরকে অভিশাপ দিয়ে বললেন- "তোমরা যখন জড়ের মত দাড়িয়ে আছো, তখন তোমরা আমার অভিশাপে মর্তলোকে স্থাবর হয়ে জন্মগ্রহন কর।" এই অভিশাপের কথা শ্রবন করে তারা শাপ মুক্তির উপায় করে দেওয়ার জন্য দেবর্ষি নারদকে অনুনয়-বিনয়-প্রার্থনা জানালেন। এতে দেবর্ষি নারদ সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে আশির্বাদ দিয়ে বললেন, "যাও, তোমরা মর্তে শ্রীধাম বৃন্দাবনে গোকুল নগরে নন্দালয়ে জমল ও অর্জুন দুইটি বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহন কর। দ্বাপর যুগে পরব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে সেই নন্দালয়ে আবির্ভূত হবেন, তখন তাহার স্পর্শে তোমরা মুক্তি লাভ করবে। তাই তাদের মুক্ত করে দেবার জন্য আমি তাদের স্পর্শ করেছিলাম এবং তারা হুড় হুড় করে দন্ডবৎ প্রণিপাত পূর্বক ভূপাতি হয়ে দিব্য গন্ধর্ব রূপ ধারন করে উদ্ধার হয়ে যায়। এতে আমার মায়ের কোন কিছু করনীয় ছিলনা।

এদিকে তুমি আরো বলছো, মা আমাকে স্বল্প নবনীর জন্য গাছে বেধে রেখেছেন। কেন? মা তো শুধু আজই আমাকে বাধেন নাই, মা যে আমাকে-

গানঃ জন্মে জন্মে বাঁধিয়াছেরে, স্নেহময়ী মা যে আমায়, ...
স্নেহময়ী মায়ের কাছে, আমি যে ভাই বাঁধা আছে, ...
স্নেহ ডুরে বাধিয়াছেরে, সাধন দিয়ে ভজন দিয়ে, ...

কথাঃ শুন কিভাবে মা আমাকে বাঁধতে পারলেন-পদকর্তা বাউল সুরে গাইছেন-

গানঃ মায়ের বাঞ্ছা পুরাইতে, গোলক হতে গোলকের ধন এলেন ধরাতে।
সহজে কেউ পায়না তারে পাইলে হয়গো কাদিতে।।
নন্দ যশোদারানী, সত্য যুগে ছিলেন তারা ব্রাক্ষন আর ব্রাহ্মণী।
নাম ছিল তাদের ধরা দ্রোনী কাল কাটাইত ভিক্ষাতে।।

কথাঃ প্রতিদিন ব্রাক্ষন ভিক্ষাতে চলে যান। একদিন শ্রীমন নারায়ন পরীক্ষা করবার জন্য ব্রাক্ষনরূপে ধরার গৃহে উপস্থিত হয়ে ক্ষুধার্থ অতিথি রূপে ক্ষুন্ন বৃত্তি নিবারনের জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছেন।

গানঃ অতিথি রূপে যেয়ে নারায়ন, ব্রাক্ষণীকে বলেন কিছু করাওগো ভোজন।
ক্ষনিক অপেক্ষা করুন ব্রাক্ষন গেছেন ভিক্ষাতে।।

কথাঃ এদিকে ব্রাক্ষন যখন ভিক্ষা হতে ফিরছেন, তখন ঝড় বৃষ্টি এসে রাস্তা পিছল করে দিয়েছে। ব্রাক্ষন হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গিয়েছেন, সমস্ত ডাল, চাল, খাদ্য সামগ্রী পথে পড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাই শূণ্য হাতে ঘরে ফিরে এসেছেন দেখে মা ধরা সুন্দরী ভাবছেন এখন বেলা চলে যাচ্ছে গ্রামে ভিক্ষার জন্য গেলে আর লোকে ভিক্ষা দিবেনা। তাই অতিথি দেবতা এবং স্বামী দেবতাকে ঘরে রেখে হাটের দিকে ভিক্ষার জন্য চলেছেন। হাটে গিয়ে দেখছেন একটি মাত্র মুদির দোকান খোলা আছে। তখন অনন্যপায় হয়ে মুদির কাছে খাদ্য দ্রব্য প্রাপ্তির প্রার্থনা করছেন, তখন মুদি বলে, দিতে পারব-তবে তোমার বাম স্তন কেটে আমার কাছে বন্ধক দিতে হবে।

মূলঃ ধরা বাজারে গেল ডাল চালের কারন, মুদি বলে দিতে পারি বান্ধা দেও স্তন।

কথাঃ এখন ধরা সুন্দরী মনে মনে ভাবছেন, স্তন কেটে দিলে আমার জীবন সংশয় হবে, আর যদি অতিথি বিমুখ হয়- অতিথি যস্য গৃহাৎ ভগ্নাসন প্রতি নিবর্ত্ততে সঃ তস্মৌ দুষ্কৃতং দত্তা পূণ্য মদায় গচ্ছতি। অর্থ্যাৎ অতিথি যে গৃহে

বিফল মনোরথে ফিরে যায়, তাহার যদি কোন পাপ থাকে তাহলে তাহা গৃহ স্বামীকে দিয়ে গৃহস্বামীর পূণ্য নিয়ে চলে যায়।

➨ অতিথি বিমুখ হলে, ধর্ম যায় রসাতলে, গোষ্ঠীশুদ্ধ নরকে পতন।

কথাঃ এই ভাবতে ভাবতে মা ধরা সুন্দরী বলছেন-

মূলঃ যায় যাবে প্রান যাবে, তাতে কিছু হবে নারে, যায় যাবে প্রান যাবে।

কথাঃ এই কথা ভেবে মা ধরা সুন্দরী মুদিকে বললেন-

আখরঃদেরে মুদি দেরে ছুরি, দেইরে আমার স্তন চিরি, দেরে মুদি দেরে ছুরি।

কথাঃ তখন পাষাণ মুদি তীক্ষ্ণ ধারালো ছুরি দিয়েছে। ধরা সুন্দরী স্তন কাটিতে আরম্ভ করছেন। পদকর্তা পার্শ্ব থেকে গাহিছেন-

আখরঃহায়গো ধরা, কাটিতে লাগিল অস্ত্র দিয়ে, মুখে নারায়ন নারায়ন নারায়ন বলে, ...

কথাঃ এমনি করে স্তন কেটে দিয়ে আপন বসন দিয়ে শক্ত করে বেধে স্তনের রক্ত ঝরা বন্ধ করে, ধরা মা ডাল চাল নিয়ে ঘরে এসে রন্ধন করে অতিথি নারায়নের সম্মুখে যখন দিয়েছেন তখন কাটা স্তন হতে এক বিন্দু রক্ত অতিথি দেবতার সম্মুখে পড়ে গিয়েছে। তাই অতিথি ক্রুদ্ধ হয়ে বলছেন-তুমি রজঃস্বলা নারী হয়ে আমাকে রন্ধন করে খাবার দিয়েছ। তখন মা ধরা সুন্দরী বলছেন -না প্রভূ, আমি রজঃস্বলা নই। ঐ দেখুন আমার কাটা স্তন হতে রক্ত ঝরছে! তখন অতিথি নারায়ন বলছেন কোথায় তোমার রক্ত ঝরছে। এই বলে স্তন পান করার জন্য স্তনে মুখ দিয়েছেন, এমনি কাটা স্তন পুনঃ ধরার বক্ষে সংযোগ হয়ে গিয়েছে। আর ধরা সুন্দরী দেখতে পাচ্ছেন-

➨ শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্ম চর্তুভূজ কলা, কিরীট কর্ণে গলে বনমালা

আখরঃচতুর্ভুজ রূপ হেরিল, সাধনাতে সিদ্ধি হলো, প্রেমানন্দে হরিবল, ...

গানঃ অন্তরর্যামী অন্তরে জেনে তুষ্ট হয়ে বর দিলেন প্রসন্ন মনে।
দ্বাপরেতে পাবে আমায় পুত্র রূপেতে, শরৎ বলে সেবার গুণে পাইল পুত্র রূপেতে।।

আখরঃএ ধরাতে দিলেন ধরা, ধরাদেবীর সাধনাতে, এ ধরাতে দিলেন ধরা।

কথাঃ তখন শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, শুনলে শ্রীদাম মা নন্দরানী পূর্ব জন্মে কত কষ্ট সহ্য করে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে আমাকে পুত্র রূপে পেয়েছেন। তাই বলি-

আখরঃআমার মাকে নিন্দা করো নারে, সে যে আমার বড় আদরের ধন, মায়ে মারলে মারুক বাধলে বাধুক, আমার মাকে নিন্দা করো নারে। (ঝুমুর)

(ধানশ্রী-দশকুসি)

গানঃ কানুতে শ্রীদামে কথা, বলরাম আসি তথা, যুগল বিষানে শান দিল।

আখরঃযুগল শিঙ্গায় শান দিলরে, শ্রীদামে বলাইয়ে মিলে, যুগল শিঙ্গায় শান দিলরে।

কথাঃ শ্রীদামে ও বলরামে মিলে যখন যুগল শিঙ্গায় অর্থ্যাৎ দুইটি শিঙ্গা একসঙ্গে বাজিয়েছেন, তখন সমস্ত গোকুল নগরে এক মহাধ্বনি হয়েছে। এই যুগল শিঙ্গার মহাধ্বনি-

গানঃ শুনিয়া রাখাল সব, দিয়া আবা আবা রব, রাম কানুর দুই দিকে দাড়াইল।

কথাঃ গৌর ভক্তগন, সখাগন তাদের নিজের সখ্য প্রেমকে বড় বলে মনে করছে, কিন্তু সখ্য প্রেমের চেয়ে বাৎসল্য প্রেমে অধিক আকর্ষন। তাই মা যদি গোপালকে বিদায় না দেয়, সাজিয়ে না দেয়, সখাদের কিছুতেই গোপালকে নেবার ক্ষমতা নেই, তাই -

গানঃ গেল সবে যশোদার নিকটে।।
প্রনতি করিয়া পায়, কহিছে যাদব রায়, কানুরে লইয়া যাব গোঠে।

আখরঃসাজাইয়ে দাও মা, ভাই কানাইকে একবার সাজাইয়ে দাওমা।

মূলঃ শুনি বলরামের বাণী, হরষিত নন্দ রাণী, লুটাইয়া পড়িল ভূমি তলে।।

আখরঃকাদিতে লাগিল, ধুলায় গড়াগড়ি দিয়ে, কাদিতে লাগিল।

মূলঃ কি বোল বলিলি রাম, বনে যাবে ঘনশ্যাম, ভাসে রানী নয়নের জলে।।
রাণীকহে বলরাম, বুঝি যশোদার প্রাণ, বধিতে আইলি সবে তোরা।

যাউক প্রান বাহির হইয়া, তবে তরা যাইস লইয়া, এ যদুনাথের নয়ন তারা।

কথাঃ মা যশোমতি আমার, গোপালকে গোঠে নিয়ে যাবে সখাগণ, এই কথা শুনা মাত্র অমনি ধুলায় লোটিয়ে পড়ছে। আর বলছে, বলরাম-

➨ প্রাণ থাকতে গোপাল দিব নারে, আগের মতো তোরা যারে, প্রাণ ....

কথাঃ বলরাম বলছে মা, তুমি গোপাল গোঠে না দাও, তাহলে তোমার নবলক্ষ ধেনু কে চরাবে? মা যশোমতি বলছে, বলরাম-

➨ আমি ব্রাহ্মণে বিলায়ে দিব, আমার যত ধেনুর পাল, আমি ব্রাহ্মণে বিলায়ে দিব।

কথাঃ বলরাম বলছে, মা- তোমার সকল ধেনু যদি ব্রাহ্মণকে বিলিয়ে দাও, তাহলে তোমার গোপাল কি খেয়ে বাচবে? ধেনু বৎসের দুগ্ধজাত ক্ষির, সর ও লবনী খেয়ে তোমার গোপাল জীবন ধারন করে। সেই ধেনু যদি বাহ্মণে বিলিয়ে দাও, গোপাল কি খেয়ে বাচবে? মা বলছে বলরাম- তবে কি আমার গোপাল না খেয়ে মরবে? না-না।

➨ আমি ভিক্ষা মেগে খাইয়াইব, ব্রজবাসীর দ্বারে দ্বারে, আমি ভিক্ষা ....

কথাঃ বলরাম বলছে, মা-তুমি যে রাজরাণী, তোমাকে ভিক্ষা দিবে এমন যোগ্যতা এই বৃন্দাবনে কার আছে? মা যশোমতি বলছে বলরাম-তাহলে আমি কি করবো জানিস-

➨ আমি কুড়াইয়ে খাওয়াইবো, ব্রজবাসীর এটো প্রসাদ, আমি কুড়াইয়ে খাওয়াইবো, গোপালের পরমায়ূ বৃদ্ধি হবে।

কথাঃ আমি আমার গোপালকে গোঠে দিব না।

কথাঃ শ্রীধাম বলছে, ও মা-তুমি ভয় করছো কেন? আমারা তোমার গোপালকে বনে নিয়ে কোন কষ্ট দেই না, যান-

গানঃ শ্রীদাম কহিছে বাণী, শুন মাগো নন্দ রাণী, নিতি নিতি যাই মোরা বনে।
যতেক রাখাল মিলি, মাঝে রাখি বনমালী, ধেনু বৎস চরাই কাননে।।

আখরঃমাঝে মাঝে রাখি মা, সব রাখালে ঘিরে ঘিরে, মাঝে মাঝে রাখি মা।।
আমাদের ভাই কানাইকে, সব রাখালে ঘিরে ঘিরে, মাঝে মাঝে রাখি মা।।

কথাঃ মাগো তুমি যেটা ভয় করছো, আমরা ভাই কানাইকে আমাদের সব রাখালের মাঝে রাখি। আর আমরা সবাই মিলে ধেনু বৎস চারন করি, তোমার গোপাল কি করে জান-

মূলঃ শীতল তরুর ছায়ায়, বসিয়া মুরলী বায়, ভুবন ভূলায় সেই রবে।
শুনিয়া মুররী রব, দিব্য মুর্তি লোক সব, আসি দরশন করে সবে।।

আখরঃদরশন করে মা, দিব্য দিব্য মানুষ সব, দরশন করে মা,
ভাই কানাইকে এসে, দিব্য দিব্য মানুষ সব, দরশন করে মা

কথাঃ মা, তোমার গোপাল শীতল তরুর ছায়ে বসে মুরলী বাদন করে, আর গোপালের সেই মুরলীর রব শুনে দিব্য দিব্য মানুষ আসে। আমরা একদিন দেখি কি জান-

মূলঃ হংসের উপরে চড়ি, চর্তুমুখে মন্ত্রপড়ি, স্তব করে কানাই চারি পাশে।

কথাঃ মা জান, সেদিন দেখলাম, চার মাথাওয়ালা একজন মানুষ আসলো, আর ভাই কানাইকে ঘিরে ঘিরে সেই মানুষটি করজোড়ে স্তুতি করতে লাগিলো। আর বলে-হে গোবিন্দ, তোমার রাখা ধেনু বৎস চুরি করে আমি না জানি কত অপরাধ করেছি, তাই তোমার চরনে নিবেদন আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করো। আর যে ব্রহ্মত্ব অভিমানে তোমায় জানা যায় না, সেই তোমার দেয়া ব্রহ্মত্ব তুমি নিয়ে নাও। আর আমাকে তুমি বৃন্দাবনে জনম দাও।

➨ রবনা আর স্বর্গবাসে, আসি তব পিতবাসে, ব্রজবাসে রব চিরকাল।
আমি স্বর্গ বাস আর চাইনা প্রভূ, আমায় বৃন্দাবনে জন্ম দাওগো, আমি স্বর্গ .....

কথাঃ প্রভূহে আমায় বৃন্দাবনে জন্ম দাও, তবে বৃন্দাবনে মানুষ হওয়ার মতো যোগ্যতা হয়তো আমার নেই

➨ কীটপতঙ্গ পশুপাখি, যা করোগো কমল আখি, না হয় তৃণ গুল্মলতা করো।
আমায় পশু পাখি করে জনম দাওগো, মধুময় শ্রীবৃন্দাবনে, পশু পাখি করে ......
আমি পথের ধারে পড়ে রব, তৃণ গুল্ম লতা হয়ে, পথের ধারে পড়ে রব।
আসতে যেতে ভক্তের চরণ পাব, তৃণ গুল্ম লতা হয়ে, পাথের ধারে পড়ে রব।

কথাঃ এই বলে সেই মানুষটি ভাই কানাইকে প্রনাম করে চলে গেল।

মূলঃ তার পরে শুন্য পথে, ঐরাবত বজ্র হাতে, দেখি মোরা পলাই ত্বরাশে।

কথাঃ মাগো, তারপর শুন্যপথে হাতির পিটে চড়ে একজন মানুষ আসলো। তার হাতে বজ্র, এক হাজারটি চোখ। আমরাতো প্রথমতো দেখে ভয় পেয়ে পলায়ন করলাম। পাছে ভাবলাম তাইতো, ভাই কানাইকে একা রেখে যদি পালিয়ে যাই, আর যদি ঐ মানুষটি আমার ভাই কানাইকে আক্রমণ করে। তাই আমরা অনতিদূরে কানসাট মেরে গরু তাড়ানোর লাঠি নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলাম। যদি কোন প্রকারে ঐ মানুষটি আক্রমন করে ভাই কানাইকে, তাহলে আমরা সবাই মিলে ঝাপিয়ে পড়ব। কিন্তু আমরা কি দেখলাম মা-সেই মানুষটি কানাইকে আক্রমন করা দূরের কথা, ভাই কানাইকে নানা ভাবে স্তুতি করতে লাগলো। বলে-হে গোবিন্দ, তোমার ব্রজবাসী ভক্তের উপরে একাধারে সাত দিন সাত রাত্রি প্রবল বেগে জড় বৃষ্টি অশনিপাত করেছি। তোমার ভক্তগণকে কত দুঃখ দিয়েছি, কত কষ্ট দিয়েছি। এই অপরাধ থেকে তুমি আমায় ক্ষমা করো। এ বলে সেই মানুষ ভাই কানাইয়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। আর কানাই ইঙ্গিতে কি বললেন। পরে সেই মানুষটি আশায় বুক বেঁধে কানাইকে প্রনাম করে চলে গেল। তারপর-

মূলঃ ক্ষিপ্ত প্রায় একজন, বৃষ পৃষ্টে আরোহন, দিয়া শিংগা ডুম্বুর নিশান।
শিরে জটা ত্রিলোচন, ভস্মে অঙ্গ বিভূষন, সদায় জপয়ে রাম নাম।।

আখরঃরাম নাম জপে মা, পঞ্চ মুখে সেই মানুষটি, রাম নাম জপে মা।

কথাঃ মা-সেই ক্ষিপ্ত প্রায় পাগলের মতো একজন মানুষ, তার সর্বাঙ্গে ছাই মাখা, তিনটি নয়ন, হাতে শিংগা-ডুম্বুর, দেখে মনে হলো কি জান-

➨ ঠিক দাদা বলাইয়ের মতো, বুঝি বলাই দাদার দাদা হবে, ঠিক দাদা ....
হঠাৎ দেখলে এই মনে হয়, বুঝি বলাই দাদার দাদা হবে, ঠিক দাদা ......

কথাঃ সেই মানুষটি ভাই কানাইকে স্তুতি করলো। স্তুতি করে চলে গেল।

মূলঃ তার বামে এক নারী, তুলনা দিবার নারী, রূপে অন্ধকার নাশ করে।
স্বর্ণকান্তি শশী মুখি, ভালে শোভে তিন আঁখি, কোলে করি রহে গীরিধরে।।
কোলে লয়ে গীরিধরে, ননী খাওয়ায় দশ করে, কতই ননী খায় তার করে।

কথাঃ তুমি আর দুই হাতে কতই ননী খাওয়াও, জঙ্গলের সেই মা তার দশটি হাতে অনেক সরলবনী খাইয়ে দেন, আমরা সকলের উদর পরিপূর্ণ হয়ে যায়। আর বলে কি মা জান-

মূলঃ বলে ওরে বাছা কানু, আনন্দে চরাও ধেনু, কাননে নাহিক ভয় তোরে।

আখরঃবলে ভয় নাই-ভয় নাই, জঙ্গলের সেই মায়, বলে ভয় নাই ভয় নাই, অভয় বাণী দিয়ে যায়, জঙ্গলের সেই মায়।

কথাঃ জঙ্গলের সেই মায় আর কি বলে জান-

➨ বলে, একবার আমায় মা বলরে, আমার স্থাপীত পরান শীতল করি, একবার আমায় ...... তোর মুখে মা ডাক শ্রবণ করি, আমার স্থাপীত পরান শীতল করি, একবার আমায় মা বলরে।

কথাঃ মা যশোমতি বললেন-আমার গোপালকি সেই নারীকে মা ডেকেছিল? শ্রীদাম বলছে না মা-ভাই কানাই বলে “আমি তোমায় মা বলবোনা, কেননা, তুমি নাকি সন্তানের রক্তে তুষ্ট। যে মা সন্তানের রক্তে তুষ্ট হয়, আমি তাকে মা বলবো না। তবে বলবো, কবে জান-

আখরঃ আমি সেই দিন তোমায় মা বলিব, যেদিন শান্তিপুরে যাবে তুমি, ...
আমি নবীন সন্যাসী হয়ে, যেদিন শান্তিপুরে যাবে তুমি, সেই দিন তোমায় .....

কথাঃ এই আশ্বাস পেয়ে সেই রমনী চলে গেল। তারপর মাগো, ভাই কানাইয়ের অদ্ভুদ লীলা আমরা দর্শন করে পরম আনন্দিত হয়ে ঘরে ফিরিলাম। তাই বলি মা, তুমি কোন ভয় করো না। আমরা ভাই কানাইকে কোন কষ্ট দেই না।

মূলঃ এ দাস শ্রীধামে কয়, মা তুমি না করো ভয়, কানু গেলে যত সুখ পাই।
শীতল তরুর ছায়, বসিয়া মুরলী বায়, আমরা সবে ধবলী চরাই।।

আখরঃকোন ভয় করো না, কানাইয়ের জন্য মা, কোন ভয় করোনা।।

কথাঃ তুমি কোন ভয় করোনা, আমরা সব সময় কানাইয়ের সঙ্গে থাকি। কিন্তু মা যশোমতি বললেন-শ্রীধামরে-ও বলরাম, আমি কোন প্রাণে গোপালকে গোঠে পাঠাবো। বলরামরে-

গানঃ ও বলরামরে, যাদু আমার নবীন রাখাল
আমি বড় সাধন করে পেয়েছিরে, যাদু আমার নবীন রাখাল

গানঃ যাদু আমার নবীন রাখাল, ও বলরাম, যাদু আমার নবীন রাখাল
নাহি জানে হিতাহিত, গোধন পালনে প্রীত, নাহি জানে কার কত পাল।।

আখরঃসে হিসাব নিকাশ জানে নারে, গোপাল আমার দুধের ছাওয়াল, হিসাব নিকাশ জানে নারে। তাই গোঠে পাটাবে ভয় হয় আমার, গোপাল আমার দুধের ছাওয়াল, হিসাব নিকাশ জানে নারে।।

কথাঃ বলরামরে, আমার গোপাল সবে মাত্র রাখালিয়া বিদ্যা শিখেছে, এখনও ভাল করে গোচারন জানেনা। সে দুধের ছাওয়াল, ভালো মন্দ কিছুই জানেনা, সে আমার বড় সাধনার ধন, তাকে বড় সাধন করে পেয়েছি, আমার গোপাল ছাড়া আমি আর কিছু জানিনা, সেই গোপালকে যদি তোরা নিয়ে যাস, তাহলে আমি তো আর প্রাণে বাচবো না।

মূলঃ এলাইয়া কটির ধড়া, দু'চরনে লাগে বেড়া, আপনা আপনি পড়ে ফান্দে।
ছাওয়ালে ছাওয়ালে খেলে, ঘরে যাইতে পথ ভূলে, দু'টি হাত মুখে দিয়া কান্দে।

কথাঃ বলরাম পথ চলতে গোপালের কটির ধরা পায়ে বেড়ী লাগে, সব রাখাল চলে যায়, আমার গোপাল কাদে, সে গোঠেও ফিরে যেতে পারে না, আবার বাড়ি আসতে পারে না। কেমন করে আসবে?

আখরঃগোপাল আমার পথ চিনেনা, সে যে হলো দুধের ছাওয়াল, গোপাল আমার .....

কথাঃ ভাবাবিষ্ট পদ কবি এক পাশে দাড়িয়ে বলছেন-ধন্য মা, ধন্য তোমার বাৎসল্য প্রেম, যে কৃষ্ণ জগতের সকলের পথ দেখায়, আর তুমি কিনা বলছ সেই গোপাল পথ চিনেনা, এমন বিশুদ্ধ বাৎসল্য প্রেম না হলে কি কখনও কৃষ্ণধনকে পুত্ররূপে পাওয়া যায়। তাই মা যশোমতি বলছেন-

মূলঃ পরিবার ধড়া গাছি, যার হয় ভার। কেমনে রবে শিঙ্গা বেনু এই ভয় আমার।।
দন্ডে দশবার খায় তার নাহি লেখা। লবনী লুব্ধ গোপাল পাছে আসে একা।।

আখরঃএকা একা ঘরে ফিরে, লবনীর লোভে গোপাল, এই ভয় সদায় মনে, একা .....

কথাঃ বলরাম, আমার ভয় হয়কি জানিস, আমার গোপাল দন্ডে দশবার লবনী খায়, তাই তোদের সঙ্গে হয়তো গোঠে পাঠালাম কিন্তু গোপাল লবনীর তরে থাকতে না পেরে যদি একা একা ঘরে ফিরে। সে তো পথ চিনে না। কেমন করে একা একা ঘরে ফিরবে।

মূলঃ আর এক কথা বলি শুন হলধর। যশোদা নন্দন বলি না ভাবিও পর।

আখরঃযেন পর বলে ভাবিস নারে, ভাই বলে সঙ্গে রাখিস, পর বলে ভাবিস নারে।
আমি এই নিবেদন করি তোরো, ভাই বলে সঙ্গে রাখিস, পর বলে ....

গানঃ যাছিয়া লবনী দিও, সঙ্গেতে রাখিবে। দিবা অবসান হলে, সকালে আসিবে।।

আখরঃযেন সকাল সকাল ঘরে আসিস, দিবা অবসান হলে, সকাল সকাল ....

কথাঃ এতো বলি মা যশোমতি গোপালকে গোঠে পাটাবার লাগি অমনি সাজাতে গেলেন কিন্তু মা যশোমতি সাজাতে পারলেন না। তাই পদকর্তা গাহিতেছেন-

গানঃ গোপাল সাজাইতে নন্দরানী না পারিল। যতনে কানাইয়ের চূড়া বলাই বান্ধিল।।
অঙ্গদ বলয়া হার শোভিয়াছে ভাল। শ্রবণে কুন্ডল দোলে গলে গুঞ্জাহার।।
পীত ধড়া আটিয়া পরায় কটিতটে। বেত্র মুরলী হাতে শিঙ্গা দোলে পিঠে।।
ললাটে তিলক দিল শ্রীদাম আসিয়া। নূপুর পরায় রাঙ্গা চরণ ধরিয়া।।
বলরাম দসে বোলে কান্দিতে কান্দিতে। অমনি রহিল রাণী বদন হেরিতে।।

(ভূপালী-গড় খেমটা)

গানঃ গায়ে হাত দিয়া মুখ মাজে নন্দরাণী। স্তন ক্ষীরে আখি নীরে সিঞ্চয়ে অবনী।।
নন্দরায় আসি পুনঃ করিলেন কোরে। মুখে চুম্ব দিতে ভাসাওল আখি নীরে।।
মাথার লাইতে ঘ্রান স্তকিত হইয়া। চিত্র পুতুলী যেন রহে কোলে লইয়া।।

তবে স্থির হইয়া পুনঃহাতে মুখ মাজে। কাপয়ে সর্বাঙ্গ স্নেহ পরিপূর্ণ কাজে।।
ইশ্বরের নামে মন্ত্র পড়ে হস্ত দিয়া। নৃসিংহ বীজ বন্ধমনি গলে বান্ধে লইয়া।।
পৃথিবী আকাশ আর দশ দিশ পথে। নৃসিংহ তোমারে রক্ষা করু ভাল মতে।।
সর্বত্র মঙ্গল হইয়া পুনঃ আইস গৃহে। নন্দের বিকলি কথা এ মাধব কহে।।

(ভূপালী-গড় খেমটা)

গানঃ নীল পীত ধড়া নন্দ পরায় আপনি। চন্দন তিলক দেই যশোদা রোহিনী।
চুড়ায় ময়ুর পুচ্ছ গলে গুঞ্জা হার। চরনে নুপুর রানী দেই দোহাকার।।
গোপালে সাজাইয়া রানী দোলমান হিয়া। একবার কোলে আয়রে মা-মা বলিয়া।।

আখরঃমা বলিয়া কোলে আয়রে, আজি গোঠে যাওয়ার কালে, মা বলিয়া ....
আয়রে প্রানের নীলমনি, বলতে আছে নন্দরানী, আয়রে প্রাণের নীলমনি।।

কথাঃ তখন প্রাণ গোপালকে কোলে করে মা নন্দরাণী বলছেন-

(শ্রীরাগ-দশকুসি)

গানঃ আমার শপথি রাগে, না যাইও ধেনুর আগে, পরানের পরান নীলমনি।
নিকটে রাখিও ধেনু, পুরিও মোহন বেনু, ঘরে বসি আমি যেন শুনি।।
বলাই ধাইবে আঘে, আর শিশু রাম ভাগে, শ্রীদাম-সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে যাইও, সঙ্গ ছাড়া না হইও, মাঠে বড় বিপু ভয় আছে।।
ক্ষুধা হইলে চাইয়া খাইও, পথ পানে চাইয়া যাইও, অতিশায় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারো বুলে বড় ধেনু, ফিরাইতে না যাইও কানু, হাত তুলি দেহ মোর মাথে।।

আখরঃ(হাত) মাথে শপথ করো, ওরে আমার বেনুধর, হাত মাথে দিয়া শপথ করো।

মূলঃ থাকিও তরুর ছায়, মিনতি করিছে মায়, রবি যেন না লাগে গায়।
যাদবেন্দ্র সঙ্গে লইও, বাধা পানই হাতে খুইও, বুঝিয়া যোগাবে রাঙ্গা পায়।।

(শ্রীরাগ-গড়খেমটা)

গানঃ রাম আগুয়ায় পরশে কহসে মায়, এ যেন গহনে একা না যায়।।
গিরিতে ফিরিতে পিরীতে কইও। ক্ষুধায় শুধায় লবনী দিও।।
সহজে নবী প্রবীন নয়। এ মোর অন্তরে সদাই ভয়।।

আখরঃআমার সব সময় এক ভয় আছেরে, কংসের চর বনে ফিরে, সব সময় এক ....
আমার বংশ ধ্বংশ করবার তরে, কংসের চর বনে ফিরে, বংশ ধ্বংস ......
ওরে আমার দারুণ কংশ, আমার বংশ করবে ধ্বংস, ওরে আমার দারুন কংস।

কথাঃ তাই বলছি-শ্রীদাম, সুদাম, বলরাম, সুবল, মধুমঙ্গল তোরা আমার প্রাণ গোপালকে ঘিরে রাখবি। যাতে কংস চর গোপালকে ধরে নিয়ে যেতে না পারে, আর বিশেষ করে বলরামকে বলছেন মা যশোমতি-

(বরাড়ি-গড় খেমটা)

পৃণু বল মম বাকং বালকানাং বলীত্বং (ব্যাখ্যা) গুন বলারাম আমার বাক্য এ যে বালক বলিতেছি, গিরিবন জলমধ্যে রক্ষ কৃষ্ণ মদীয়ং।

কথাঃ পর্বত, বন, জলের মধ্যে আমার কৃষ্ণকে রক্ষা করিও।

মূলঃ ইতি বল কর যুগ্মে কৃষ্ণ পাণি নিধেয়।

কথাঃ বলরামের দুই হাতে কৃষ্ণের হাত স্থাপন করে-

মূলঃ নয়নে গলত ধারা নন্দযায়া পপাত।

আখরঃপড়িয়া গেলরে, নয়ন ধারা বহিতে আছে, পড়িয়া গেলরে.... অচেতন হয়ে......

কথাঃ সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে মা নন্দরানী বলছেন-

(শ্রীরাগ-গড়খেমটা)

গানঃ শুনরে বলাই, বলি তোর ঠাই, যতনে রাখিও বাণী।

ভরসা করিয়ে, দিলাম তোমারে, আমার রতন মনি।।
সবে রইও এক ঠাই।
রোদন করিলে, বসাইও কোলে, তোমার অনুজ ভাই।।
অলস হইলে, নিজ বক্ষস্থলে, যতনে তাহারে রেখো।
বলি বারে বারে, তোরে বারে বারে, বদন তাহারে দেখ।।
ক্ষুধা যবে হবে, বদন শুকাবে, আধ আধ কবে বাণী।
বিহারী বিনয়ে, বলিছে কাতরে, খেতে দিও সরননী।।
আখরঃসরননী কাইতে দিও, তোমার সঙ্গে সঙ্গে রাখিও, ...
যখন আধ আধ কবে বাণী, আমার প্রাণের নীলমনি, ...
পুর কথা বলিবে নারে, মুখখানি শুকিয়ে যাবে, ...
তখন খাইতে দিও সরননী, যখন শুকিয়ে যাবে মুখখানি, ...

কথাঃ অমনি করে মা নন্দরানী কিভাবে গোপালের সেবা করতে হবে তা বলরামকে শিখিয়ে দিয়েছেন। এখন রাখালগণ, গোপালকে নিয়ে বিপিনে চলে যাবেন।

(মায়ুর-গড় খেমটা)

বিপিন গমন দেখি, হইয়া সকরুন আখি, কান্দিতে কান্দিতে নন্দরাণী।
গোপালেরে কোলে লইয়া, প্রতি অঙ্গে হস্ত দিয়া, রক্ষামন্ত্র পড়য়ে আপনি।।
এ দু'খানি রাঙ্গা পায়, ব্রক্ষা রাখিবেন তায়, জানু রক্ষা করুণ দেবগণ।
কটিতট সুজটর, রক্ষা করুন যজ্ঞেশ্বর, হৃদয় রাখুন নারায়ন।।
ভুজযুগ নখাঙ্গুলি, রাখিবেন বনমালি, কণ্ঠ মুখ রাখুন দিনমনি।
মস্তক রাখুন শিব, পৃষ্ঠদেশ হয়গ্রীব, অধঃউর্দ্ধ রাখুন চক্রপাণি।।
জল স্থল গিরিবনে, রাখিবেন জনার্দ্দনে, দশদিকে দশদিক পাল।
যত শত্রু হইক মিত্র, রক্ষা করুন সর্বত্র, নহে তুমি হও তার কাল।।
এই সব মন্ত্র পড়ি, প্রতি অঙ্গে হস্ত ধরি, গোময়ের ফোটা ভালে দিল।
এ দাস মাধবে কয়, নন্দরানী প্রেমময়, বলরামের হাতে সমর্পিল।।

কথাঃ মা নন্দরানী এখন প্রেমানন্দে বলরামের হাতে সমর্পন করছেন, কারন প্রতি অঙ্গে হস্ত দিয়া রক্ষামন্ত্র পড়ে দিয়েছেন। এখন কংস কেন, কংসের বাবাও গোপালকে ধ্বংস করতে পারবেন না। তখন, রাখালগন বলছেন-

(গান-ভাটিয়ারী-লোফা)

যাওগো ভবনে রানী যাওগো ভবনে। এনে দিব তোমার গোপাল বেলি অবসানে।।
লইয়া যাইছি তোমার গোপাল রাখিব বসাইয়া। আমরা ফিরাবো ধেনু চাদ মুখ চাইয়া।।
লইয়া যাইতে তোমার গোপাল পাই বড় সুখ। বেণু রবে ধেনু ফিরে এ বড় কৌতুক।।
একদিন দাবানলে মরিতাম পুড়িয়া। তাহাতে রাখিল ভাইয়া কেমন করিয়া।।
যেদিন যে মত করি গোপাল তাহা জানে। ক্ষুধা লাগিলে অন্ন কোথা হতে আনে।।

(ভাটিয়ারী-লোফা)

সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া। বলরামের শিঙ্গাতে সাজিল গোয়ালা পাড়া।।
আজু বড় গোকুলের রঙ্গরাজ পথে। গোধন চরায় শিশু পাঁচনি লইয়া হাতে।।
শিঙ্গা বাজে বেণু বাজে নুপুরের ঝনঝনি। কটিতে পিন্ধন ধড়া কিঙ্কনী কাচনী।।
সাজিয়া কাজিয়া সবে হইলা বাহিরে। ঝাপিল রবির রথ গো-খুরের রজে।।
নব ঘন যিনি রূপ চিকনিয়া কালো। শ্যামচাঁদ মুখে দশ দিক কৈল আলো।।
কপালে চন্দন চাঁদ চুড়ায় ময়ুর পাখা। গোধন লইয়া যায় সঙ্গে সব সখা।।

(সারঙ্গ-একতালা)

বাজে তিঙ্গা ধাতিঙ্গা, তিঙ্গা তা তিঙ্গা থৈ থৈ থৈ থঙ্গা।
বাজল মাদল, সরজ মঙ্গল, দ্রাং দ্রাং দ্রাং দিঙ্গা।।
টট্টর টর, টরর টরর ঠন নন নন নননং।
তুরী ভেরী শিঙ্গা মোচঙ্গ বাজিছে ঠং ঠং ঠং ঠননং।।
ঘন্টা রোলে আবা আবা বোলে, আগে আগে ধেনু ধাইল।
গো-খুরের ধুলি, উড়ি উড়ি উড়ি, গগন মন্ডল ভেদিল।।
তুওরি তুরি, শিঙ্গা বেনু পুরি, কাশি বাশি দিয়া চলিল।
এ রাধা মোহন, করয়ে সঘন, ছাড়ি রসবতী ধাইল।।

(ভাটিয়ারী-গড় খেমটা)

দন্ডবৎ করিয়া মায়, চলিল যাদব রায়, সঙ্গহি রঙ্গিয়া রাখাল।
বরজে পড়িল ধ্বনি, শিঙ্গা বেণু রব শুনি, আগে ধায় গোধনের পাল।।
গোঠেরে সাজল ভাইয়া, যে শুনে সে যাইয়া, (ধাইয়া) রহিতে না পারে কেহ ঘরে।
শুনিয়া মুখের বেনু, মন্দ মন্দ চলে ধেনু, পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে।।
নাচিতে নাচিতে যায়, নুপুর পঞ্চম গায়, পাঁচনি ফিরায় শিশুগণে।
হৈ হৈ রাখালে বলে, শুনি সুখ সুর কুলে, গোপী বলে নাথ যায় বনে।।

(তুড়ি-একতাল)

কানাই বলাই, চলে দোন ভাই, বিদায় হইয়া মায়।
নন্দ যশোমতি, স্নেহাধিক অতি, সঙ্গে সঙ্গে চলি যায়।।
কতয়ে যতনে, পিতা-মাতাগনে, নিজগৃহে পাঠাইয়া।
মত্ত বলরাম, অতিশয় প্রেম, বিচিত্র ভৈগেল হিয়া।।
বেয়াকুল মনে, হসিত সঘনে, ব্রজরাজ গেলা ঘর।
তাহার পিরীতে, আগোয়ান চিতে, ফিরে চলে হলধর।।
ভূলিয়া সখার, প্রেমের আবেশ, কানাই চলিলা বনে।
বরাই ফিরিল, কিছুনা জানিল, এ দাস উদ্ধবে ভনে।।

যাবট মিলন

(শ্রীরাগ-লোফা)

গোষ্ঠের মুরলী ধ্বনি শ্রবনে শুনিল। নীবিবদ্ধ খসি বস্ত্র নিতম্বে রহিল।।
এলাল মাথার বেনী তাহা নাহি বান্ধে। উপেক্ষা না করে গোপী কৃষ্ণ বলে কান্দে।।
নীলপদ্ম স্বর্ণপদ্ম ভাসে অশ্রু জলে। তা দেখি নাগরের পদ আধ নাহি চলে।।
ব্রজাঙ্গনার নেত্র যেন ভ্রমরার পাতি। কৃষ্ণ মুখ পদ্ম গন্ধে পড়ে মাতি মাতি।।
আশ্চর্য্য প্রেমের কথা কহন না যায়। বাণে বাণে ঠেকে তবু বেদনা না পায়।।
আখরঃবানে বানে বান মারিল, তবু কোন দুঃখ না হলো, বানে বানে বান মারিল।
নয়নে নয়নে বাণ মারিল, প্রেমানন্দ উথলিল, নয়নে নয়নে বাণ মারিল।
মদন বৈসে ডান নয়নে, মাদন বেসে বাম নয়নে, মদন বৈসে ডান নয়নে।
মোহন বৈসে হৃদি পদ্মে, শোষন বৈসে নাভি পদ্মে, মোহন বৈসে হৃদি পদ্মে।
স্তোম্বন আছে সর্ব শরীরে, অমনি পদ্মে পদাম মিলিয়ে গেল, স্তোম্বন আছে ......
অমনি বানে বানে বানে মিলন হল, প্রেমানন্দে হরিবল, বানে বানে বানে .....
মূলঃ কৃষ্ণ অঙ্গে সুধা সিন্ধু অমিয় পাথারে। শ্রীরাধিকার হংস চিত্ত তাহে সদাচরে।।
আখরঃ চরিতে লাগিল, কৃষ্ণ প্রেমসিন্ধু মাঝে, চরিতে লাগিল।
মিলে রাধা প্রেমে, কৃষ্ণ প্রেমে, কি আনন্দ ব্রজধামে, রাধা প্রেমে কৃষ্ণ প্রেমে।

(ঝিঝিট-লোফা)

গানঃ যায় পদ রহিয়া রহিয়া রহিয়া গো।
রাণী টানে গৃহপানে, রাখাল টানে বনপানে, রাই টানে পরানে পরানে গো।।
আখরঃতিন টানের মাঝে পড়ি, ফাপরে পড়িল বংশীধারী, তিন টানের মাঝে পড়ি।
যাইতে নারী রইতে নারী, তাইতো পদ চলে নারে, তিন টানের মাঝে পড়ে।
রহিয়া রহিয়া রহিয়া যায়রে, তিন টানের মাঝে পড়ে, রহিয়া রহিয়া ....
কথাঃ এদিকে রাইধনি বলছেন-
মূলঃ যদি আমি রাখাল হইতাম, সঙ্গে সঙ্গে গোঠে যাইতাম,
আমি সঙ্গে যাইতাম নাচিয়া নাচিয়া নাচিয়া গো। যায় পদ ....
আখরঃআমি নাচিয়া নাচিয়া নাচিয়া যাইতাম, প্রান বন্ধুর সঙ্গে সখি, নাচিয়া ......
মূলঃ রবি বড় তাপ দিছে, চাঁদ মুখ ঘামিয়াছে, অলকা তিলক যায় ভাসিয়াগো।
যদি আমি মেঘ হইতাম, ছায়া দিয়া সঙ্গে যাইতাম, পরান বন্ধুয়া যাইত জুড়াইয়াগো।
আখরঃজুড়াইয়া জুড়াইয়া জুড়াইয়া যাইত, অমনিভাবে ঘামিত নাগো, ...
সখি ফিরাগো ফিরাগো ফিরাগো উহায়, কাজ নাই তাহার গোঠে যাওয়ায়, ...
যার এখানে ঘামিয়াছে মুখ, সেযে বনে গেলে পাবে কতই না দুঃখ, ...
মূলঃ হায়গো আমি কি করিলাম, লবনী পাসরী আইলাম, খানিক রাখিতাম ননী দেখাইয়াগো।।
আখরঃ দেখাইয়া দেখাইয়া দেখাইয়া রাখতাম, হায়গো আমার প্রেমধন শ্যাম, ...
কথাঃ এদিকে পদকর্তা গাইছেন-

(মঙ্গল-গড় খেমটা)

গানঃ গোঠে চলে যদু মনি, উঠিল মঙ্গল ধ্বনী, শিঙ্গা বেনু মুরলী রসাল।
হাম্বা রবে ধেনু চলে, হৈ হৈ রাখালে বলে, আগে পাছে চালাইয়া পাল।
আখরঃধেয়ে চলিল, গোষ্ঠের পথে সবাই, ধেয়ে চলিল,
হই হই হই রবে, গোষ্ঠের পথে সবাই, ধেয়ে চলিল
মূলঃ চলিলা শিশুর সঙ্গে, গোধন চালাইয়া রঙ্গে, যাবট নিকট পথে ধায়।
বৃষভানু সুকুমারী, অট্টালিকা পরে চড়ি, অনিমিখে চাঁদ মুখ চায়।।
নিরখি গোকুল ইন্দু, উচ্ছলিল প্রেমসিন্ধু, অবশ হইলা প্রেমভরে।
লাজে নাহি কিছু কয়, মুখ নিরখিয়া রয়, কাঁপে রাই মদনের জ্বরে।।
আখরঃমদন জ্বরে রাই কাপিতে আছে, ভূমি তলে পড়িয়া গেছে, ...
অচেতন হইয়া গেছে, ভুমি তলে পড়িয়া গেছে, ...
মূলঃ কি হৈল কি হৈল বলে, বিশাখা করিল কোলে, শুনিয়া জটিলা আইল ধাইয়া।
কি হইল আকস্মাৎ, মোর শিরে বজ্রাঘাত, এত বলি পড়ে মূরছিয়া।।
কথাঃশ্রীমতি রাধারানীকে মূর্চ্ছিত দেখে জটিলা ধৈর্য্য ধরতে না পেরে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ছেন। ক্ষণকাল পরে মূর্চ্ছা ভঙ্গে বলছেন-
মূলঃ বধু মোর জীউ পায়, করি কি না উপায়, তোমরা কিছু জান বল মোরে।
ললিতা কহেগো আই, হলধরের ছোট ভাই, ভাল মন্ত্র জানে বলি তোরে।।
শুনিয়া জটিলা ধায়, ধরিল কানুর পায়, ওহে কৃষ্ণ দেহ প্রাণ দান।
কি হইল আকস্মাৎ, মোর শিরে বজ্রাঘাত, যাইয়া রাখ বধুর পরান।।
আখরঃপ্রাণ দান দিয়ে যায়, বধু মোর মরে যায়, ...
মূলঃ চলিলা চতুর শ্যাম, পুছিলা বধুর নাম, মন্ত্র পড়ি অঙ্গে দিলা হাত।
পরশে সরস অঙ্গ, জ্বর সব হইল ভঙ্গ, রায় শেখর প্রণিপাত।।
আখরঃস্পর্শ হলরে, রাধা অঙ্গে-কৃষ্ণ অঙ্গে, স্পর্শ হলোরে,

নয়নে নয়নে মিলন হলো, বদন ভর হরি বল, নয়নে নয়নে মিলন হলো।
প্রেমানন্দে বাহু তুলে, বদন ভর হরিবল, নয়নে নয়নে মিলন হলো।

(ধানশী-লোফা)

রাই নিরড় সঙ্গে চলু বর কান। সখাগণ মাঝই করল প্রয়ান।।
আখরঃচলি যায় চলি যায়, যুগল ভেঙ্গে শ্যাম রায়, চলি যায় চলি যায়।
সখাগণ মাঝে যায়, চলি যায়-চলি যায়, ...
ধেনুগণ অঙ্গহি দেওল হাত। উর্দ্ধ পুচ্ছ করি ধুনায়ত মাথ।।
সবহু সখাগণ পুছত তাই। কাঁহাপর গিয়াছিলা ভাই কানাই।।
কাহে মলিন ভেল তোহারি বয়ান। যদুনন্দন হেরি আকুল পরান।।

(শ্রীরাগ-গড়খেমটা)

নীল বসন, রতন ভূষণ, নাটুয়া মোহন বেশ।
বদন চান্দে, মদন কান্দে, চামরী চাচর কেশ।।
তাহাতে বিনোদ চূড়া।
শিখণ্ড রচিত, গুঞ্জা খচিত, বিবিধ কুসুম বেড়া।।
গন্ড মন্ডলে, এক কুন্ডল, এক মঞ্জরীর ফুল।
চান্দ বদনে, শিঙ্গার নিশানে, ধাওয়ে ধবলী কুল।।
মধু মঙ্গল, বামে সুবল, সম্মুখে চিকন কালা।
তার মাঝে রাম, জিনি কোটি কাম, যমুনা দুকুল আলা।।
আখরঃআলো হলোরে, যমুনার দুকুলে, আলো হলোরে।
রাম কানাই সবাই মিলে, কত আলো হলোরে ....
শ্রীদাম সুদাম সবাই মিলে, ...
মূলঃ সখাগণ সনে, ভান্ডিলের বনে, যমুনা পুলিনে যাইয়া।
চরায় ধেনু, বাজায় বেনু, দাস সুন্দর লইয়া।।
আখরঃআনন্দের সীমা নাই, সখাগণ সনে কানাই, আনন্দের সীমা নাই।
গোষ্ঠলীলা পূর্ণ হল, প্রেমানন্দে হরিবল, ... (ঝুমুর)

গোষ্ঠ লীলা সমাপ্ত

আরোও পালা আছে, আমার সাথে যোগাযোগ করুণ।

wecj `vm cwRZ

+8801819973216